তাবিজাত

পঞ্চম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন,
ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু- প্রসিদ্ধ পীর, শাহ সুফী
আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ
নিবাসী- খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ,
মুবাহিছ, ফকিহ, শাহসুফী আলহাজ্জ্ব হজরত
আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার" ও প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

(ষষ্ট মুদ্রণ সন ১৪১২২)

মূল্য- ৩০ টাকা।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على رسوله

محمد و اله وصحبه اجمعين

তাবিজাত

(পঞ্চম ভাগ)

১। হাকিম জমিদার ও পরাক্রান্ত লোকদিগকে বাধ্য করার তদ্বীর

(ক) নিম্নোক্ত দোওয়া ১৭ বার পড়িয়া তাহাদের চেহারার দিকে ফুক দিবে—

يَا رَحْمٰنُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَاحِمَهُ يَا رَحْمٰنُ

ইয়া রাহমানো কুল্লে শায়য়েন অরাহেমাহু ইয়া রাহমানো।

(খ) তাহাদের বাটির দিকে মুখ করিয়া দুই শত বার يا مقلب القلوب ইয়া মোকাল্লেবাল কোলুব' পড়িয়া খোদার নিকট তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া দেওয়ার দোওয়া করিবে।

(গ) ৪১ বার يَا عزيز 'ইয়া আজিজো' পড়িয়া প্রত্যেক প্রভাতে এবং হাকিমের দরবারে যাওয়া কালে নিজের চেহারার উপর ফুক দিবে। ইহা পরীক্ষিত।

২। কর্জ্জ আদায়ের দোওয়া

নিম্নোক্ত দোওয়া দুইটি বেশি পরিমাণ পড়িবে।

اللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ

رَحْمٰنَ الدُّنيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنِىْ فَارْحَمْنِىْ بِرَحْمَةٍ مِّنْكَ تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ ☆

আল্লাহুম্মা ফারেজাল হাম্মে অকাশেফাল গাম্মে মুজিবা দাওয়াতেল মোজতারিণা ض রাহমানাদদুনইয়া অল-আখেরাতে অরাহিমাহুমা আন্তা তারহামোনি ফারহামনি বেরাহমাতেম মেনকা তোয়ি'নোনি বেহা আন রাহমাতে মান ছেওয়াকা।

اَللّٰهُمَّ مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الزُّبُوْرِ وَ الْفُرْقَانِ الْعَظِيْمِ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ عِزْرَائِيْلَ وَ رَبَّ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرِ وَالظِّلِّ وَ الْحُرُوْرِ وَ اَسْئَلُكَ اَنْ يَّفْتَحَ اِلَىَّ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاَنْ تَحُلَّ عُقْدَ لِىْ مِنْ دِيْنِىْ وَاَنْ تُوَدِّىْ عَنِّىْ اَمَانَتِىْ اِلَيْكَ وَ اِلٰى خَلْقِكَ ☆

আল্লাহুম্মা মোনাজ্জেলাৎ তওরাতে অল-ইঞ্জিলে অজ্জবুরে অল ফোরকানেল আজিমে ط রাব্বা জিবরাইলা অ-মিকাইলা অ-এছরাফিলা অ-আজরাইলা অরাব্বাজ্জোলোমাতে ط অন্নুরে অজ্জেল্লে ط অল হোরূরে অছয়ালোকা আই ইউফতাহা ইলাইয়া আবওয়াবো রহমাতেকা অ-আন তাহোল্লা একদোল্লী মেন দিনী অ-আন তোয়াদ্দা আন্নি আমানাতি ইলায়কা অ-ইলা খালকেকা।

৩। কঠিন বিপদ উদ্ধারের দোওয়া

নিম্নোক্ত দোওয়া অধিক পরিমাণ পড়িবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِسْمٍ لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ لَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَ لَا حَاجَةً لِىْ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ☆

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহোল হাকিমোল কারিম, ছোবহানাল্লাহে রাব্বেল আরশেল আজিম, ط ছোবহানাল্লাহে রাব্বেছ ছামাওয়াতেছ ছাবয়ে অল-আরশেল আজিম, ط অল হামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিনা আল্লাহুম্মা ইন্নি আছয়ালোকা মুজেবাতে রাহমাতেকা -অ-আজাএমা মাগফেরাতেকা অল গানিমাতা মেন কুল্লে বের্রেন, অছছালামাতা মেন কুল্লে এছমেন, লাতাদা'লি জামবান ইল্লা গাফারতাহু অলা হাম্মান ইল্লা ফারাজ্জাতাহু অলা হাজাতান -লি মেন হাওয়া এজেদদুনিয়া অল আখেরাতে ইল্লা কাদায়তাহা ص ইয়া আরহামার রাহেমিন।

৪। জাদু দফার তদ্বীর

(ক) তদ্বীরকারী প্রথমে আয়তুল কুরছি ও চারি কোল তিন তিন বার করিয়া পড়িয়া মাটিতে অঙ্গুলী দ্বারা রেখা টানিয়া গণ্ডি (হেছার) দিয়া উহার মধ্যে বসিবে, ইহাতে জাদু তাহার উপর উলটিয়া আসিতে পারিবে না। তৎপরে জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে একখানা পিড়ার (অনুচ্চ চৌকির) উপর দুই পা রাখিয়া বসিতে বলিবে। তৎপরে তাহার ডাহিন পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী হইতে শুরু করিয়া বাম পায়ের কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত দশবার অঙ্গুলী বারবার প্রত্যেক বারে ছুরা ফাতেহা এক একবার পড়িয়া সোজা লাইনে ছুরি দ্বারা মাটিতে রেখা টানিবে এবং বলিবে, "জাদু দফা করিতেছি।" তৎপরে উক্ত দশটি রেখার উপরি অংশে বাঁকা ভাবে এক এক বার ছুরা ফাতেহা পড়িয়া ছয়টি রেখা টানিবে এবং বলিবে, "জাদু দফা করিতেছি।" তৎপরে ام ابرموا امرا فان مبر مون 'আম আবরামু আমরাণ ফাইন্না মোবরেমুন' এই

আয়াত তিনবার পড়িয়া পানিতে ফুক দিয়া তাহাকে পান করাইবে ও গোছল দিবে। তিন দিবস এইরূপ করিবে, জাদু দফা হইয়া যাইবে। রেখাগুলির নক্সা এই-
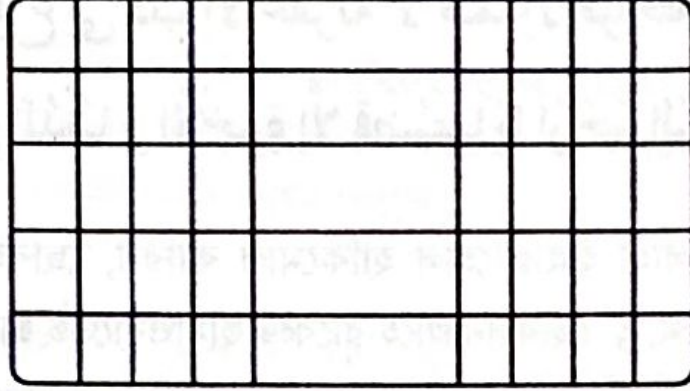
(খ) নিম্নোক্ত 'আয়াত কাগজে লিখিবে, বর্ষার পানি ও অব্যবহার্য্য কুঙার পানি একত্রিত করিয়া উহাতে অখাদ্য ফলের বৃক্ষের চৌদ্দটী পত্র সংযোগ করিবে, তৎপরে উহাতে লিখিত কাগজ খানি ধৌত করিবে। পরে উক্ত পানি গরম করিয়া জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে রাত্রে নদীর কিনারায় লাইয়া দুই পা পানিতে রাখিয়া বসিতে বলিবে, অবশেষে উক্ত গরম পানি তাহার মস্তকে ঢালিয়া দিবে, ইহাতে জাদু দফা হইয়া যাইবে।

আয়াতটি এই-

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ط اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ☆

(গ) নিম্নোক্ত আয়াত কুঁজাতে লিখিয়া নাশতা করার সময় ৭ দিবস উক্ত কুঁজা চাটিবে ইহাতে জাদু দফা হইয়া যাইবে।

আয়াতটি এই-

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ☆

৫। বদ নজর দফা হওয়ার তদ্‌বীর

তিন হাত লম্বা পাক সূতা লইয়া বদ নজরগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট ফুক দিবে, পরে উক্ত সূতা মাপিয়া দেখিবে, যদি উহা তিন হাত অপেক্ষা বেশী কিম্বা কম হয়, তবে জানিবে যে, তাহার উপর বদ নজর লাগিয়াছে।

তৎপরে بسم الله و لاقوة الا با لله বিছমিল্লাহে অলা কুওয়াতা ইল্লা -বিল্লাহ' তিন বার ও ছুরা ফাতেহা তিন বার পড়িয়া তাহার উপর ফুক দিবে, তৎপরে উক্ত দোওয়া পড়িয়া তাহার উপর ফুক দিবে।

দোওয়াটি এই -

عَـزَمْـتُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الْعَيْنُ الَّتِىْ فِى فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ اَوْ فُلَانَةَ
بِـنْـتِ فُلَانَةَ بِـعِـزِّعِزِّ اللّٰهِ وَ بِنُوْرِ عَزْمَةِ وَجْهِ اللّٰهِ بِمَا جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ
مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِلٰى خَيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَ سَـلَّـمَ عَـزَمْـتُ عَـلَيْكِ اَيَّتُهَا الْعَيْنُ الَّتِىْ فِى فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ بِحَقِّ
اَشْـرَاهِيَا بَـرَهِيَا اَدُوْنِيَا اَصْبَاْتُ اِلَّا شَدَّاىَ عَزَمْتُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا
الْـعَيْـنُ الَّتِـىْ فِىْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ بِحَقِّ شَهَتْ بَهَتْ اِنْتَهَتْ يَا قَنْطَاعَ
الـنَّـجَـا بِـالَّـذِىْ لَا يَقْوٰى عَلَيْهِ اَرْضٌ وَ لَا سَمَاءٌ نِ اُخْرُجِىْ يَا نَفْسَ
السَّـوْءِ مِـنْ فُلَانِ بْـنِ فُلَانَةَ كَمَا اُخْرِجَ يُوْسُفُ مِنَ الْمَضِيْقِ وَجُعِلَ
لِـمُـوْسٰى فِـى الْبَـحْرِ طَرِيْقٌ وَ اِلَّا فَاَنْتِ بَرِيْئَةٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاللّٰهُ
تَعَالٰى بَرِىٌّ مِّنْكَ اُخْرُجِىْ يَا نَفْسَ السَّوْءِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ بِاَلْفِ
اَلْفِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ج اَللّٰهُ الصَّمَدُ ج لَـمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ ه وَ لَمْ يَكُنْ

لَـهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ٥ اُخْرُجِىْ يَا نَفْسَ السَّوْىِ بِاَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُـوَّةَ اِلَّا بِـاللّٰـهِ الْـعَلِـيِّ الْعَظِيْمِ ـ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَتِ اللّٰهِ ۔ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۔ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ٥ حَسْبُنَـا الـلّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ۔ وَ لَا حَـوْلَ وَ لَا قُـوَّةَ اِلَّا بِـاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ سَلَّمَ ☆

৬। শরীর বন্ধ (হেছার) করার উপায়

নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়া দুই হাতে ফুক দিয়া তিনবার দুই হাতে তালি দিবে।

بِسْـمِ الـلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَوَالَيْنَا حِصَارٌ وَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ قُـفْلٌ وَ مِسْمَارٌ ـ دَخَلْتُ فِىْ حِرْزِ اللّٰهِ وَ فِىْ كَنَفِ اللّٰهِ وَ فِىْ حِمَايَةِ الـلّٰهِ الَّذِىْ هُوَ اَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَكْبَرُ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ ـ الهى بستم دست و پا و زبان و گوش و هوش كسانيكه ما را بد خواهند و بد اراده كنند از دزدن و رهزنان و عياران و ظالمان و اشرار خلائق از درندگان وگزندگان و چرندگان و پرندگان بالف الف لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ـ و صلى الله على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعين ☆

বিছমিল্লাহে লাএলাহা ইল্লাল্লাহো হাওয়ালিনা হেছারোন অমোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহে কোফলোন অমেহমারোন দাখালতো ফি-হেবজেল্লাহে অফিকানেফেল্লাহ অফি হেমাইয়া তেল্লাহেল্লাজি হুওয়া আয়া'জ্জো অ-আজাল্লো অ-আকবারো মেম্মা আখাফো অ-আহজারো, এলাহি বাস্তাম দাস্ত অ-পা অ-জোবান অ-গোশ অ- হোশ কাছানেকে মারা বদ খাহান্দ বদ এরাদা কোনান্দ আজ দোজদান অ- রাহজানান অ-আইয়ারান অ- জালেমান অ-আশরারে খালায়েক আজ দারন্দগান অ-গাজন্দোগান অ-চারান্দাগান অ-পারান্দেগান বে আলফে আলফে লাহাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল আলিএল আজিম ط । অছাল্লাল্লাহো আলা খায়রে খালকেহি মোহাম্মাদেওঁ অ-আলিহি অ-আছহাবিহি আজমাইন।

(২) এশার নামাজের পরে তিনবার আয়াতুল -কুরছি পড়িবে দুই হস্তে ফুক দিয়া তালি দিবে। যদি তিনবার আয়তুল কুরছি পড়িয়া দূরস্থিত কোন লোকের দিকে ফুক দেয়, তবে সে নিরাপদে থাকিবে।

(৩) নিম্নোক্ত দোওয়া তিনবার পড়িয়া দুই হাতে ফুক দিয়া সমস্ত শরীরে হাত বুলাইবে।

يَا حَلِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا حَافِظُ يَا حَفِيْظُ يَا نَاصِرُ يَا نَصِيْرُ يَا رَقِيْبُ يَا وَكِيْلُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ بِحَقِّ كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ حرز جان كردم خود را به لا اله الا اللّٰه حصار كردم خود را به محمد رسول اللّٰه ☆

"ইয়া হালিমো ইয়া কারিমো ইয়া হাফেজো ইয়া হাফিজো ইয়া নাছেরো ইয়া নাছিরো ইয়া রাকিবো ইয়া অকিলো ইয়া আল্লাহো ইয়া আল্লাহো ইয়া আল্লাহো বেহাক্কে কাফ, হা, ইয়া, আএন, ছাদ, হা, মিম, আএন, ছিন, কাফ হেরজে জান করদম খোদরা বিহী লা এলাহা ইল্লাল্লাহো হেছার করদম খোদরা বিহী মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ।"

☆ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আউজো বিল্লাহে মেনাশ শায়তানের রাজিমে বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহিম পড়িয়া ১১ বার করিয়া ছুরা ফালাক ও ছুরা নাছ পড়িবে, তৎপরে নিজের শরীরে ফুক দিবে। উভয় ছুরার মধ্যে বিছমিল্লাহ পড়িবে না।

৭। মৃত বৎসার পরীক্ষিত তদ্‌বীর

পাঁচটি মুরগীর ডিমের উপর নিম্নোক্ত দোওয়া লিখিবে-

يا شفيق يا رفيق نجنى سبوح قدوس ربنا و رب الملائكة و الروح ☆

তৎপরে চারিটি ডিম উক্ত স্ত্রীলোকের বাসঘরের চারি কোনে পুতিয়া দিবে এবং একটি ডিম উহার মধ্যস্থলে পুতিয়া দিবে।

নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া তাম্রের মাদুলিতে পুরিয়া গলায় ধারণ করিবে-

يٰذكريا انا نبشرك بغلم اسمه يحيٰى لم نجعل له من قبل سميا ☆

একটি লাল সূতায় ১২১ বার يا صبور ইয়া ছাবুরো পড়িয়া ফুক দিবে এবং উক্ত সূতা উল্লিখিত মাদুলিতে সংযোগ করিয়া গলায় বাঁধিবে।

৮। লোক বাধ্য করার তদ্‌বীর

১। শাবান মাসের ১৩/১৪/১৫ তারিখে রোজা রাখিবে। সিরকা শাক ও যবের রুটি দ্বারা এফতার করিবে, কেবলার দিকে মুখ করিয়া لا اله الا الله وحده لا شريك له লা এলাহা ইল্লাল্লাহো অহদাহু লা-শরিকালাহু ও দুরুদ শরীফ এশা পর্য্যন্ত পড়িতে থাকিবে, এশার ওয়াক্ত হইলে এশার নামাজ শেষ করিয়া যতটা সময় ইচ্ছা করে سبحان الله - سبوح و قدوس ছোবহানাল্লাহে ছোববুহোন অকোদদুছোন পড়িতে থাকিবে, তৎপরে নিম্নোক্ত

আয়াতগুলি জাফেরান দ্বারা কাগজে লিখিয়া শিয়রে রাখিয়া নিদ্রিত হইবে, প্রভাতে উক্ত কাগজখানা নিজ হাতে বাঁধিবে দেশের লোক তাহার অনুগত ও বাধ্য হইয়া যাইবে।

আয়াতগুলি এই-

الرٰ تلك ايٰت الكتٰب الحكيم ۝ اكان للناس عجبا ان

اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين اٰمنوا ان لهم

قدم صدق عند ربهم ط قال الكٰفرون ان هٰذا لسٰحرمبين ۝ ان

ربكم الله الذى خلق السمٰوٰت والارض فى ستة ايام ثم استوٰى

على العرش يدبر الامر ط ما من شفيع الا من بعد اذنه ط ذٰلكم

الله ربكم فاعبدوه ط افلا تذكرون ☆

(২) প্রজারা যে কুঙার পানি পান করিয়া থাকে, উক্ত কুঙার পানিতে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি ৪০ বার পড়িয়া ফুক দিবে, প্রজারা সে ব্যক্তির একান্ত অনুগত হইয়া যাইবে। আয়াতগুলি এই -

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى

النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ

اِلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

(৩) নিম্নোক্ত আয়াতগুলি একখণ্ড মিছরী কিম্বা অন্য প্রকার মিষ্ট বস্তুর উপর ইস্পাত নির্মিত কলমে লিখিবে এবং উহার পরে ثبتهم اللّٰه على امر فلان بن فلان লিখিবে, প্রভাতে উক্ত মিষ্ট বস্তু পানি দ্বারা শরবত বানাইয়া যাহাদিগকে পান করাইবে তাহারা তাহার অনুগত হইয়া যাইবে ফোলান স্থলে তদ্‌বীর কারীর নাম ও দ্বিতীয় ফোলান স্থলে তাহার পিতার নাম লইবে।

আয়াতগুলি এই -

لا يؤاخذكم اللّٰه باللغو فى ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ج فكفارته اطعام عشرة مسٰكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة ط فمن لم يجد فصيام ثلٰثة ايام ط ذٰلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ط واحفظوا ايمانكم ط كذٰلك يبين اللّٰه لكم اٰيٰته لعلكم تشكرون ☆

(৪) নিম্নোক্ত আয়াত খাঁটি চাঁদিতে অঙ্কন করতঃ অঙ্গুটি করিয়া হাতে ব্যবহার করিলে প্রজারা অনুগত ও সৎপথে ধাবিত হইবে।

আয়াতটি এই-

الٓمٓصٓ ج كتٰب انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنزر به وذكرٰى للمؤمنين ه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياۤء قليلا ما تذكرون ☆

(৫) নিম্নোক্ত আয়াতগুলি রমজানের প্রথম জুমা দিবসে এবং অজু সহ

ব্যবহার করিবে, তৎপরে বাদশাহ কিম্বা উজিরের নিকট উপস্থিত হইবে, ইহাতে বাদশাহ কিম্বা উজির তাহার উপর সদয় হইবে। আয়াতটি এই -

الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشو هم فزادهم ايمانا قصلے و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ٥ فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء لا و اتبعوا رضوان الله ط والله ذو فضل عظيم ☆

(৬) নিম্নোক্ত আয়াতগুলি রমজানের প্রথম জুমা দিবসে জোহর ও আছরের মধ্যে গোছল ও অজু করিয়া একখণ্ড পশমি কাপড়ে কিম্বা সাদা, সবুজ অথবা জরদ কাপড়ে লিখিয়া টুপি কিম্বা পাগড়ীর মধ্যে রাখিয়া বাদশাহ কিম্বা অত্যাচারী লোকের নিকট উপস্থিত হইলে, খোদ চাহেত তাহাদের জবান বোবার তুল্য হইবে এবং তাহারা ইহার উপর সদয় হইবে। আয়াতগুলি এই-

وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله ط هو الذى ايدك بنصره و بالمؤمنين لا والف بين قلوبهم ط لو انفقت ما فى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم لا و لكن الله الف بينهم ط انه عزيز حكيم ☆

(৭) যে ব্যক্তি দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া কোন অত্যাচারী জমিদারের নিকট যাওয়া কালে পথিমধ্যে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িতে পড়িতে যায়, সেই জমিদার তাহার উপর দয়াবান হইবে।

আয়াতগুলি এই -

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ٥ وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ لْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ☆

"অকোর্রাব্বে আদখেলনি মোদখালা ছেদকেও অ-আখরেজনি মোখরাজা ছেদকেঁও অজয়াল্লী মেল্লাদোনকা সুলতানান্নাছিরা। অকোল জায়াল হাক্কো অ-জাহাকাল বাতেল, ইন্নাল বাতেলা কানা জাহুকা।"

(৮) প্রত্যেক দিবস ফজর ও আছরের নামাজের পরে নিম্নোক্ত দোওয়া তিনবার পড়িলে শত্রু নির্ব্বাক হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ☆ اَللّٰهُمَّ سَخِّرْ لِىْ اَعْدَاعِىْ كَمَا سَخَّرْتَ الرِّيْحَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَ لَيِّنْهُمْ كَمَا لَيَّنْتَ الْحَدِيْدَ لِدَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ذَلِّلْهُمْ لِىْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ قَهِّرْهُمْ لِىْ كَمَا قَهَّرْتَ اَبَا جَهْلٍ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ بِحَقِّ كٓهٰيٰعٓصٓ وَ بِحَقِّ حٰمٓ عٓسٓقٓ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ☆

"বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম, আল্লাহুম্মা, ছাখ্খেরলি আ'দায়ি কামা-ছাখ্খারতার রিহা লে ছোলায়মানাবনে দাউদ আলায়হেমোছ ছালামো অ-লাইয়েনহুম কামা লাইয়ানতাল হাদিদা লে দাউদা আলাহেছ ছালামো অ-জাললিলহুম লি কামা

জাল্‌লালতা ফিরআওনা লে মুছা আলায়হেছ ছালামু অ-কাহহের হুম লি কামা কাহহারতা আবা জাহলেন লে মোহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলায়হে অ-আলেহি অ-আছহাবেহী অছাল্লামা বে-হাক্কে কাফ, হা, ইয়া, আইন, ছোয়াদ, অবেহাক্কে হা, মিম, আইন, ছিন, কাফ। ফাছাএক ফিকাহুমুল্লাহো অহুয়াছ ছামিউল আলিম ছুমমুম বুকমুন উময়ুন ফাহুম লা এয়ালামুনা, ছুমমুম, বুকমুন উময়ূন, ফাহুম, লা ইয়ারজেউনা, ছুমমুম, বুকমুন উময়ুন ফাহুম লা য়ুবছেরুনা ছুমমুম বুকমুন,উময়ুন ফাহুম লা-ইয়াকেলুনা ফাছাইয়াকফি কাহুমোল্লাহো অহুয়াছ ছামিউল আলিম। অ-ছাল্লাল্লাহো আলা খায়রে খালকেহি মোহাম্মাদেওঁ অ-আলেহি অ-আছহাবেহি আজমায়িন।”

৯। সমস্ত প্রকার পীড়া উপশম হওয়ার তদ্‌বীর

(১) ৭০ বার ছুরা ফাতেহা, ৭০ বার আয়তুল কুরছি, ৭০ বার ছুরা এখলাছ, ৭০ বার ছুরা নাছ ও ফালাক পড়িয়া মেঘের পানিতে ফুক দিয়া রোগীকে ৭ দিবস ফজরে পান করাইবে, খোদার ফজলে শরীরের সমস্ত ব্যাধি নিরাময় হইবে।

(২) অন্য রেওয়াতে আছে, ছুরা আ'লা ৭০ বার , ছুরা এনশেরাহ ৭০ বার, ছুরা কদর ৭০ বার কাফেরুন ৭০ বার,

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ☆

ছোবহানাল্লাহে,অলহামদোলিল্লাহে,অ-লাএলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আকবর, অলাহাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল আ'লিয়েল আজিম, ৭০ বার استغفر الله العظيم আছতাগফেরুল্লাহাল আজিম, ৭০ বার।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ الْكُلِّ وَسَائِرِ التَّابِعِيْنَ ☆

"আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মেদেওঁ অ-আলা আলেহি অ-ছাহবেহি অ-আলা জামিয়েল আম্বিয়ায়ে অলমোরছালিনা অল মালায়েকাতেল মোকার্রাবিনা অল কুল্লে অ-ছায়েরেত্তাবেয়িনা, ৭০ বার পড়িয়া মেঘের পানিতে ফুক দিয়া ৭ দিসব পান করাইবে। আবু ছউদ বলিয়াছেন, ইহাতে সমস্ত প্রকার পীড়া আরোগ্য হইবে, এমন কি যাহার সন্তান না হইয়া থাকে, তাহার সন্তান হইবে।

(৩) অন্য রেওয়াতে আছে ৭০ বার ছুরা ইয়াছিন, ৭০ বার ছুরা ফাতেহা, ৭০ বার ছুরা মোহাম্মদ এবং ৭০ বার ছুরা মোমেনুনের শেষ তিন আয়াত فتعالى الله الملك الحق হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া পানিতে ফুক দিয়া পান করাইবে, খোদা চাহেত সমস্ত প্রকার ব্যাধি দূরীভূত হইবে।

১০। কোরআন হেফজ করার তদ্‌বীর

(১) ছুরা ফাতেহা, ছুরা মোলক, ছুরা হাসর ও ছুরা ওয়াকেয়া জাফেরান দ্বারা বাসনে লিখিয়া জমজমের কিম্বা মেঘের অথবা নদীর পানি দ্বারা ধৌত করিয়া রাখিবে, তৎপরে তিন মেছকাল লোবান, দশ মেছকাল মধু ও দশ মেছকাল চিনি ছোবহে ছাদেকের পূর্ব্বে নাশতা করিয়া উহার সহিত উক্ত পানি পান করিবে, উক্ত পানি পান করিয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে, প্রত্যেক রাকয়াতে ৫০ বার ছুরা ফাতেহা ও ৫০ বার ছুর এখলাছ পড়িবে ও সেই দিবস রোজা রাখিবে। হজরত এবনো -আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি এইরূপ করিলে, অল্প সময়ের মধ্যে হাফেজ হইয়া যাইবে। জুহরি বলেন, আমি ঐরূপ আমল করিয়া হজরত এবনো আব্বাছের কথা মত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি নিজের সন্তানদিগকে উহা লিখিয়া পান করাইতেন।

আছেম বলিয়াছেন, আমি ৫৫ বৎসর বয়সে ঐরূপ আমল করিয়া এক মাসের মধ্যে অবর্ণনীয় স্মরণশক্তি লাভ করিয়াছিলাম।

(২) বয়হকি হজরত আলি (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, ছুরা আনয়াম ব্যতীত কোরআন পাঁচ পাঁচ আয়াত করিয়া নাজেল হইত, যে ব্যক্তি পাঁচ পাঁচ আয়াত করিয়া স্মরণ করিবে, সে উহা ভুলিবে না। আবুল আলি বলিয়াছেন,

তোমরা পাঁচ পাঁচ আয়াত করিয়া কোরআন শিক্ষা কর, কেননা নবী (ছাঃ) হজরত জিবরাইল (আঃ)-এর নিকট হইতে পাঁচ পাঁচ আয়াত শিক্ষা করিয়া লইতেন। ইহা এৎকানে আছে।

(৩) এমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন, নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পাক বাসনে লিখিয়া জমজম পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পান করাইবে। ইহাতে স্মরণশক্তি এত বেশি হইবে যে, সে যাহা শুনিবে ভূলিবে না, ইহা অতি পরীক্ষিত তদ্‌বীর। কলবি বলিয়াছেন, আমার এক পুত্র কোরআন হেফজ করিত, সে যাহা স্মরণ করিয়া লইত তাহা ভুলিয়া যাইত। এক রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে একজনকে বলিতে শুনিলাম, তুমি উক্ত আয়াতগুলি লিখিয়া জমজম পানিতে ধৌত করিয়া তোমার পুত্রকে পান করাও ইহাতে সে কোরআনের হাফেজ হইয়া যাইবে। আমি তাহাই করিলে, সে এরূপ স্মরণ শক্তি লাভ করিল যে, সে যাহা কিছু শুনিত, স্মরণ করিয়া রাখিত।

আয়াতগুলি এই-

الرحمٰن لا علم القران ط خلق الانسان لا علمه البيان ٥
الشمس و القمر بحسبان لا و النجم و الشجر يسجدٰن ٥
لاتحرك به لسانك لتعجل به ط ان علينا جمعه و قرانه -
فاذا قرانه فاتبع قرانه ج ثم ان علينا بيانه - بل هو قران مجيد فى
لوح محفوظ ☆

(৪) তমিমি বলিয়াছেন, নিম্নোক্ত আয়াতগুলি একটি বড় পিয়ালাতে ইস্পাতের কলমে পাক ও রোজা অবস্থায় লিখিয়া উঠাইয়া রাখিবে, তৎপরে এরূপ জমজমের পানিতে ধৌত করিবে- যাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হয় নাই এবং নাশতা খাওয়ার সহিত ইহা পান করিবে। হাকিম ইউছোপ বলিয়াছেন, ইহাতে পীড়ার উপশম হয়, শিশুদের কথা পরিস্কার হয়, মনোবাঞ্চা পূর্ণ হয় ও জটীল বিদ্যা শিক্ষা সহায়তা করে।

আয়াতগুলি এই-

اقرأ باسم ربک الذی خلق ج خلق الانسان من علق ج اقرأ

و ربک الاکرم لا الذی علم بالقلم لا علم الانسان ما لم یعلم ☆

(৫) হজরত ছালমান (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জাফেরান দ্বারা ৭ বার আয়তুল কুরছি লিখিয়া প্রত্যেক বারে জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া খায়, সে কখনও কিছু ভূলিবে না।

১১। দৃষ্টিশক্তি হীনতার তদ্‌বীর

(১) হজরত শেখ ফরিদদ্দিন পীর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতটি ৭ বার পড়িয়া হস্তের দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর ফুক দিবে এবং প্রত্যেক বারে দরূদ শরীফ পড়িবে, তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়কে চুম্বন করিয়া তদ্দারা চক্ষুদ্বয়কে মছহ করিবে, তাহার দৃষ্টিশক্তি সতেজ হইবে।

(২) নূতন চাঁদ দেখিয়া আর যদি মেঘের ওজর হয়, তবে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিবস চাঁদ দেখিয়া ডাহিন হস্ত দ্বারা চক্ষু মছহ করিবে, দশবার ছুরা ফাতেহা পড়িবে, প্রথম বারে ছুরা ফাতেহার পূর্ব্বে বিছমিল্লাহ পড়িবে, শেষ ফাতেহা পড়িয়া আমিন বলিবে, তৎপরে ছুরা এখলাছ তিনবার পড়িবে, তৎপরে সাতবার বলিবে—

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ☆

"ফাতেহাতোল কেতাবে শেফায়োম মেন কুল্লে দায়েম বেরাহ্‌-মাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমিন।"

তৎপরে ৫ বার বলিবে يَا رب يا رب ইয়া রাব্বে ইয়া রাব্বে তৎপরে বলিবে-

قَوِّ بَصَرِىْ اَللّٰهُمَّ اَشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ اَللّٰهُمَّ اَكْفِ اَنْتَ الْكَافِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِ اَنْتَ الْمُعَافِىْ ☆

"কাওয়ে বাছারি, আল্লাহুম্মা আশফে আন্তাশ শাফি আল্লাহুম্মা আকফে আন্তাল কাফি, আল্লাহুম্মা আফে আন্তাল মোয়াফি।"

ইহাতে দৃষ্টিশক্তি হীনতার ও চক্ষের বেদনা ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া উপশম হইবে।

(৩) ছৈয়দ মোহাম্মদ হাবিব বলিয়াছেন, আমার চক্ষের জ্যোতি হীন হইলে কেতাব পড়িতে অক্ষম হইয়া পড়ি, ইহার কোন ঔষধ না পাইয়া মদিনা শরীফে একজন হিন্দুস্থানী আলেমের নিকট নিজের অবস্থার পরিচয় করি। তিনি আমাকে শিক্ষা দেন যে জুমার ছুন্নত পড়িয়া খোৎবার পূর্ব্বে ১০০ বার يا بصير ইয়া বাছিরো পড়িয়া থুথু দ্বারা চক্ষে মছহ করিয়া বলিবে-

اَللّٰهُمَّ قَوِّ بَصَرِىْ بِحُرْمَةِ اِسْمِكَ الْبَصِيْرِ

"আল্লাহুম্মা কাওয়ে বাছারি বেহোরমাতে এছমেকাল বাছিরে।

কিছু দিবস অনবরত এইরূপ করিতে থাকিলে আমার দৃষ্টিশক্তি হীনতা দূরীভূত হইয়া যায়।

(৪) যে ব্যক্তি মোয়াজ্জেনের আজানে "আশহাদো আন্না মোহাম্মাদার রাছলোল্লাহ" বলার সময় مرحبا بحبيبى و قرة عينى محمد "মারহাবা বেহাবিবি অ-কোর্রাতো আয়নি মোহাম্মাদ বলিয়া হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলীকে চুম্বন করতঃ তদ্দারা দুই চক্ষে মছহ করিবে, ইহাতে সে যত দিবস জীবিত থাকিবে, অন্ধ হইবে না এবং তাহার চক্ষে বেদনা হইবে না। ইহা ফাতাওয়ায় ছুফিতে আছে।

১২। মেঘের পানি বর্ষণ হওয়ার তদ্‌বীর

বিরাট জামায়াত ময়দানে উপস্থিত হইয়া বেশি পরিমাণ এস্তেগফার পড়িবে, দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবে এবং খোদার দরবারে হাত উঠাইয়া দোওয়া করিবে। হজরত নবী (ছাঃ) এই দোওয়া পড়িয়াছিলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَ نَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَ بَلَاغًا اِلٰى خَيْرٍ ☆

কোরআন শরিফে আছে—

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল, তিনি আছমানকে তোমাদের উপর মুষলধারে বর্ষণকারী রূপে ত্যাগ করিবেন ও তোমাদিগকে অর্থরাশি ও সন্তান সন্ততি দ্বারা সহায়তা করিবেন এবং তোমাদের জন্য উদ্যান সকল ও নদী সকল স্থির করিবেন।"

কাজি বয়জবি বলিয়াছেন, এই আয়াতের মর্ম্মানুসারে পানি বর্ষণের জন্য এস্তেগফার পড়া শরীয়তের ব্যবস্থা হইয়াছে। হজরত ওমর (রাঃ) এই আয়াতের প্রমাণে 'এস্তেছকা'তে কেবল এস্তেগফার পড়া স্থির করিয়াছেন।

(২) হাছান বাছারি ও এবনো ছিরিন বলিয়াছেন, ৭০ বার সহস্র কঙ্কর লইয়া প্রত্যেকটির উপর এক একবার এই আয়াত পড়িবে-

وَ هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ☆

"অহুয়াল্লাজি ইয়োনাজ্জেলোল গায়ছা মেম বা'দে মা কানাতু অইয়ানশোরো রহমাতাহু অহুয়াল অলিওল হামিদ।"

প্রত্যেক একশত বারের পরে নিম্নোক্ত দোওয়া এক একবার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ لَا تُهْلِكْ بِلَادَكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِكَ وَ لٰكِنْ بِرَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ اَسْقِنَا مَاءً غَدَقًا تُحْيِىْ بِهِ الْاَرْضَ وَتُرْوِىْ بِهِ كُلَّ الْعِبَادِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ☆

"আল্লাহুম্মা লা তোহলেক বেলাদাকা বে-জুনুবে এবাদেকান অলাকেম বেরাহমাতেকাশ শামেলাতে আছকেনা মায়ান গাদাকা তোহ্ইয়া বেহেল আরদো ض অ-তোরওয়া বেহেল এ'বাদো ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়েন কাদির।"

তৎপরে উক্ত কঙ্করগুলি প্রবাহিত কিম্বা স্থির পানিতে নিক্ষেপ করিবে। এস্তেছকা প্রসিদ্ধ তদ্‌বীর।

(৩) একজন নেককার পরহেজগার অ'বেদ দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়িয়া এস্তেগফার ও দরূদ পড়িয়া ধৌত করা পাক শুষ্ক ঘড়ার কল্লার ললাটে এই আয়াতটি লিখিবেন-

ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض

عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ☆

তৎপরে উক্ত কল্লাটি জারি কিম্বা স্থির পানিতে নিক্ষেপ করিবে ইহাতে বৃষ্টিপাত হইবে। আবশ্যক মত বৃষ্টিপাত হইলে উক্ত কল্লাটি পানি হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে। ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহা এমাম দেমইয়ারির কেতাবে আছে-

(৪) মগরেববাসিগণ একই মজলিসে বসিয়া ৪৪৪৪ বার দরূদে নাবিয়া পড়িয়া ইহার অছিলায় ও নবী (ছাঃ) এর অছিলায় দোওয়া করিতেন, ইহাতে বৃষ্টিপাত হইত, প্রত্যেক প্রকার মতলব পূর্ণ হওয়ার জন্য ইহা পড়িয়া থাকেন। দরূদে নাবিয়া পরে লিখিত হইবে।

১৩। এস্তেখারার নিয়ম

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, এস্তেখারা করা আদম সন্তানের পক্ষে সৌভাগ্য। যে ব্যক্তি এস্তেখারা করে, সে নিরাশ হইবে না। তিনি ছাহাবাগণকে যেরূপ ছুরা শিক্ষা দিতেন, সেইরূপ এস্তেখারা শিক্ষা দিতেন।

(১) হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, খোদাতায়ালা তাহাকে স্বপ্নযোগে কোন বিষয়ের ভাল মন্দ অবগত করাইয়া দেন, সে যেন ছয় রাকায়াত নামাজ শয়ন করার পূর্ব্বে পাঠ করে, প্রথম রাকায়াতে ছুরা ফাতেহার পরে ছুরা অশশামছে ৭ বার , দ্বিতীয় রাকায়াতে ছুরা এল্লাএলে ৭ বার তৃতীয় রাকায়াতে ছুরা অদ্দোহা ৭ বার। চতুর্থ রাকায়াতে ছুরার এনশেরাহ ৭ বার পঞ্চম রাকায়াতে ছুরা তীন ৭ বার ও ষষ্ঠ রাকায়াতে ছুরা কদর ৭ বার পড়িবে। নামাজ শেষ করিয়া আল্লাতায়ালার প্রসংশা সূচক কোন কলেমা ও দরূদ পড়িয়া নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে, ইহাতে তিন রাত্রের মধ্যে কেহ তাহাকে স্বপ্নযোগে সেই বিষয়ের ভাল মন্দ অবস্থা জানাইয়া দিবে। তিন রাত্রের মধ্যে জানিতে না পারিলে,

সপ্তম রাত্রে এইরূপ এস্তেখারা করিবে, ইহাতে নিশ্চয় ভাল মন্দ বুঝিতে পারিবে।

দোওয়াটি এই-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ وَّ رَبَّ اِبْرَاهِيْمَ وَرَبَّ مُوْسٰى وَرَبَّ اِسْحٰقَ وَ رَبَّ يَعْقُوْبَ وَ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَ رَبَّ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ عَزْرَائِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الزُّبُوْرِ وَ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اَرِنِىْ فِىْ مَنَامِىْ الَّيْلَةَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ ☆

"আল্লাহুম্মা রাব্বা মোহাম্মাদেওঁ অরাব্বা এবরাহিমা অরাব্বা মুছা অরাব্বা ইছহাকা অরাব্বা ইয়া'কুবা অরাব্বা জিবারইলা অরাব্বা মিকাইলা অ-ইছরাফিলা অ-আজরাইলা আলায়হেমোচ্ছালামো অমোনাজ্জেলাৎ তওরাতে অল-ইঞ্জিলে অজ্জাবুরে অল-কোর-আনেল আজিমে আরেনি ফি মানামিল লায়লাতা মা-আন্তা আ'লামো বেহি মিন্নি।"

(২) এশার পরে নতন ওজু করিয়া পাক বিছানায় বসিয়া তিনবার দরূদ পড়িবে, দশবার ছুরা ফাতেহা, এগারো বার ছুরা এখলাছ ও তিনবার দরূদ পড়িবে, তৎপরের কেবলা দিকে বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে।

১৪। সহজে সন্তান প্রসব হওয়ার তদ্‌বীর

(১) পাক বাসনে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি লিখিয়া ধুইয়া স্ত্রীলোকের পান করাইবে এবং তাহার পেটে ও গুপ্তস্থানে ছিটা দিবে।

كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلغ ج فهل يهلك الا القوم الفسقون - كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحها - لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب ☆

(২) নিম্নোক্ত দুই আয়াত কোন পাত্রে লিখিয়া ধৌত করিয়া তাহাকে পান করাইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم -لا اله الا الله الحليم الكريم - لا اله الا الله العلى العظيم - سبحان رب السمٰوت السبع و رب العرش العظيم - كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلغ فهل يهلك الا القوم الفٰسقون - كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحٰها ☆

(৩) একটি স্ত্রীলোকের সন্তানের অর্দ্ধেক শরীর বাহির হইয়া দুই দিবস এই অবস্থায় ছিল, নিম্নোক্ত আয়াত ও দোওয়াগুলি পিয়ালায় লিখিয়া খাওয়ান মাত্র তাহার সন্তান বাহির হইয়া পড়ে। পিয়ালা না পাইলে কাগজে লিখিয়া উহা ধুইয়া খাওয়াইবে।

আয়তুল কুরছি, ছুরা ফাতেহা, ছুরা এখলাছ এবং-

و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين - لو انزلنا هٰذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون - لا اله الا الله محمد رسول الله اللّٰهم صل و سلم على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد فى كل لمحة و نفس بعدد كل معلوم لك ☆

১৫। আছহাবে কাহাফের নামগুলি খাছিএত

আফছুছ কিম্বা তরছুছ শহরে দিক্‌ইয়ানুছ নামক একজন পরাক্রান্ত বাদশাহ ছিল। তাহার দক্ষিণ দিকস্থ পরিষদ يمليخا ইয়ামলিখা, مكثلينا

মাকছালিনা, مشلينيا. মাছলীনীয়া এই তিনজন ছিলেন। তাহার বাম দিকস্থ পরিষদ مرنوش মারনুশ, دبرنوش দাবারনুশ, شاذنوش শাজনুশ, এই তিনজন ছিলেন, বাদশাহ ইহাদের পরামর্শে কার্য্য করিত। উক্ত বাদশাহ পৌত্তলিক ছিল। তাহাদিগকে পুতুল পূজা করিতে আদেশ দিয়াছিল, তাহারা একত্ববাদী ছিলেন। বাদশাহের ভয়ে পলায়ন করিয়া তাহারা এক গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয় নিদ্রিত হইয়া পড়েন, একজন রাখাল তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল, তাহার নাম ছিল كفشططيوش কাফশাৎতাউশ। একটি কুকুর তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল, উহার নাম قطمير কিৎমির। তাঁহারা ৩০৯ বৎসর নিদ্রিত থাকেন। তৎপরে আর একবার জাগরিত হইয়া হজরত এমাম মেহদীর সহকারী হইবেন।

এমাম নায়ছাপুরী হজরত এবনো আব্বাছ হইতে রেওয়াতএত করিয়াছেন, কোন গৃহে অগ্নিদাহ হইলে একখানা বস্ত্রে আছহাবে কাহাফের নাম লিখিয়া অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, খোদার মর্জ্জি অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। শিশু ক্রন্দন করিলে, উহা লিখিয়া দোলনাতে তাহার মস্তকের নীচে রাখিবে। ক্ষেতের অনিষ্ট নিবারণ কল্পে কাগজে উক্ত নামগুলি লিখিয়া বাঁশের উপরি ভাগে লটকাইয়া উহা ক্ষেতের মধ্যস্থানে পুতিয়া দিবে। উহা লিখিয়া ডাহিন জানুতে বাঁধিয়া রাখিলে কাশি তৃতীয় দিবসের জ্বর এবং যে ব্যক্তি বাত ব্যাধিগ্রস্ত শরীর কাঁপিয়া থাকে উহা আরোগ্য হয়। টাকা কড়ি স্বচ্ছলতা ও সম্মান লাভ হয়, বাদশাহদিগের দরবারে উপস্থিত হইলে নিরাপদে থাকিবে। বাম বাজুতে বাঁধিয়া রাখিলে সহজে সন্তান প্রসব হইবে, উহা সঙ্গে রাখিলে প্রাণ হত্যা হইতে নিরাপদে থাকিবে। উহা আছবাব পত্রের মধ্যে লিখিয়া রাখিলে চুরি হইবে না, নৌকাতে রাখিলে ডুবিবে না। আবুছইদ মোহাম্মদ মুফতি (রঃ) স্বপ্নযোগে আছহাবে কাহাফকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা বরকত লাভের জন্য আপনাদের নামগুলি লিখিয়া থাকি, কিন্তু ফল পাইনা কেন- ইহাতে তাহারা বলিলেন আমাদের নামগুলি গোলাকারে লিখ এবং মধ্যস্থলে কিৎমির قطمير লিখ।

উহা এইরূপ হইবে-

১৬। পাঁচ আয়তের খাছিএত

কোন শত্রুর অন্তরে প্রীতি -প্রণয় আনয়ন করার জন্য ইহা জুমার দিবস জুমার নামাজের পূর্বে ৯৩ বার পড়িবে। ইহা অতি পরীক্ষিত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্য ৬৬ বার পড়িবে, ইহাতে তাহাকে প্রাপ্ত হইবে, কিম্বা তাহার সন্ধান পাইবে। মনোবাঞ্ছা যেরূপ অসাধ্য হউক না কেন, ৬৬ বার পড়িলে পূর্ণ হইবে। পীড়া আরোগ্য, দেনা পরিশোধ ও প্রত্যেক প্রকার বিপদ উদ্ধারের জন্য ভক্তি সহ ৬৬ বার পড়িবে। ইহা হজরত আমির ছৈয়েদ বোখারীর অজিফা। ইহা শরীয়তের খেলাফ স্থানে ব্যবহার করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহার প্রথমে كهيعص কাফ, হা, ইয়া, আএন, ছাদ এবং শেষে حمعسق হা, মিম, আএন, ছিন, কাফ, পড়িয়া লইবে। আয়াতগুলি মোয়াক্কেল সহ লিখিত হইয়াছে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيَاحُ (يَا هَفْقَلْزَائِيْلُ) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ج هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (يَا كَفْشَكْيَائِيْلُ) يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ ط

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ (يَا دَغْزَيَائِيْلُ) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝ فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝ وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ (يَا وَغرلْهَائِيْلُ) صٓ وَ الْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ۝ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ (يَا دَغْشَغْبَائِيْلُ) ☆

যদি কাহারও অন্তরে প্রীতি-প্রনয়ণ স্থাপনের ইচ্ছা থাকে, তবে উহার পরে নিম্নোক্ত কথাগুলি যোগ করিবে-

تَوَكَّلُوْا يَا خُدَّامَ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ وَ يَا اَيُّهَا السَّيِّدُ مَيْطَطْرُوْنَ بِتَهْيِيْجِ قَلْبِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ عَلٰى مُحَبَّتِىْ وَ مَوَدَّتِىْ اَلْعَجَلَ الْوَحَا اَلسَّاعَةَ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِحَقِّ الْاِنْجِيْلِ وَالتَّوْرَاةِ وَالزَّبُوْرِ وَ بِحَقِّ الْفُرْقَانِ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِحَقِّ الْاٰيَاتِ الْعِظَامِ وَالْاَسْمَاءِ الْكِرَامِ وَ بِحَقِّ كَجَفَظْمَهْيُوْشِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُسَخِّرَ لِىْ قَلْبَ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ عَلٰى مُحَبَّتِىْ وَ مُوَدَّتِىْ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ☆

এইরূপ কোন নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে হাজির করিতেহইলে

بن فلانة (স্থলে) قلب فلان بن فلانة على محبتى ومودتى بتهييج محبتى و مودتى عندى فلان بن বলিবে এবং عندى باحضار فلان فلانة ان تسخرلى قلب ان تحضر فلان بن فلانة على বলিবে।

পীড়া উপশম উদ্দেশ্যে হইলে বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ وَ فَرِّجْ هَمِّىْ وَ حُزْنِىْ وَ غَمِّىْ بِحُرْمَةِ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ وَ الْخَصَائِصِ وَالْاَسْرَارِ بِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَ بِحُرْمَةِ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ الْاَخْيَارِ ☆

কর্জ্জ আদায় উদ্দেশ্যে হইলে বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اقْضِ دَيْنِىْ وَ ارْزُقْنِىْ رِزْقًا حَلَالًا وَاسِعًا بِلُطْفِكَ وَ كَرَمِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ بِحُرْمَتِ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ وَالْخَصَائِصِ وَ الْاَسْرَارِ وَ بِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَ بِحُرْمَةِ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ الْاَخْيَارِ ☆،

শত্রুর উপর পরাক্রান্ত হইতে ও লোকদিগের অনুরাগ ভাজন হইতে ইচ্ছা করিলে বলিবে।-

اَللّٰهُمَّ احْفِظْنِىْ مِنَ الْبَلَاءِ وَ الْقَضَاءِ وَ الْاَعْدَاءِ وَ الْحَرْقِ وَ الْغَرْقِ وَالسَّرَقِ بِحُرْمَةِ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ وَالْخَصَائِصِ وَ الْاَسْرَارِ وَ بِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَ بِحُرْمَةِ اٰلِهٖ وَ اَصْحٰبِهٖ وَالْاَخْيَارِ ☆

১৭। পাঁচ আয়াতের খাছিএত, প্রত্যেক আয়াতে ১০টি কাফ আছে

যে ব্যক্তি ইহা লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে শত্রুদলের উপর জয়যুক্ত করিবেন, তাহাদের চক্র ও অস্ত্র তাহার ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যে কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দিতা করিবে, খোদা তাহাকে পরাভূত ও লাঞ্ছিত করিবেন, লোকদের অন্তরে তাহার ভীতি সঞ্চারিত হইবে, যদি সে বাদশাহ কিম্বা তাহার নায়েবগণের নিকট উপস্থিত হয়। তবে তাহাদের অনিষ্ট ও প্রতারণা হইতে নিরাপদে থাকিবে। উহা মনুষ্য, জ্বেন দৈত্য, দানব, রাক্ষস,ও শয়তান দল হইতে অন্তরাল স্বরূপ হইবে।

ফকিহ ও অলি আহমদ বেনে মুছা (রাঃ) বলিয়াছেন, কোর আন শরীফে পাঁচটি আয়াত আছে, তৎসমস্তের মধ্যে ৫০টি বড় কাফ আছে, যে কেহ উহা শত্রুর সম্মুখে পড়িবে, শত্রু পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইবে। যে কেহ অত্যাচারীর সম্মুখে পড়িবে, খোদা তাহাকে তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যদি কেহ উহা লিখিয়া বল্লম কিম্বা কোন অস্ত্রের সহিত সংযোগ করিয়া শত্রুদলের সম্মুখে স্থাপন করে, তবে শত্রুদল যুদ্ধে পরাজিত হইবে, ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে।

পীর নজমদ্দিন কোবরা ছনদ সহ লিখিয়াছেন , যে ব্যক্তি উক্ত পাঁচ আয়াত প্রত্যেক দিবস পাঠ করিবে, কিম্বা উহা অথবা উহার নক্‌শা লিখিয়া মস্তকে ধারণ করিবে, ১২ সহস্র অস্ত্রধারী ফেরেশতা সমস্ত বিপদ হইতে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যদি কোন বাদশাহ উহা পাঠ করে, আল্লাহ তাহাকে তাহার রাজত্বের উপর স্থায়ী রাখিবেন, জয়যুক্ত ও শত্রুদলের উপর পরাক্রান্ত করিবেন, তাহার শান, শওকাত ও দরজা বৃদ্ধি করিবেন, সমস্ত আমির উজির ও কাজিকে তাহার অনুগত করিয়া দিবেন এবং কোন হিংস্রজীব তাহার ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

পীর মজদদ্দিন কেরমানি (কোঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়াতে গাএবি মানুষ, আবদাল, আকতাব ও কোতব চারি সহস্র আছেন, তাহারা এই চারি আয়াত দ্বারা পার্থিব কার্য্য কলাপ পরিচালন করিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি এই পাঁচ আয়াত পড়িবে, কিম্বা উহার নক্‌শা তাবিজ ধারণ করিবে, উক্ত পরিচালক দলের মধ্যে গন্য হইবে।

কোতব ও গাএবি পুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। আরাএছ নামক তফছিরে আছে, যে ব্যক্তি এই পাঁচ আয়াত পড়িবে কিম্বা উহার নকশা তাবিজ ধারণ করিবে,আল্লাহতায়ালা তাহাকে বিষ, যাদু বিপদ ও হিংস্র জীব হইতে নিরাপদে রাখিবে,এবং সে ব্যক্তি পরিচালক শ্রেণীর মধ্যে গন্য হইবে। পীর শাজেলী (কোঃ) বলিয়াছেন, একজন কোতবোল আকতাব আমাকে এই আয়াত পড়িতে উপদেশ দেন, আমি উহার নিগূঢ়তত্ব জানিতে ইচ্ছা করিলে তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই পাঁচ আয়াত পাঠ করিবে, শত্রু, হিংসুক ও চক্রকারিদের চক্র হইতে সে নিরাপদে থাকিবে সমস্ত দুনিয়াবাসী তাহার সহিত শত্রুতা করিতে চাহিলে, কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সর্ব্ব বিষয় জয়যুক্ত হইবে, কোতবের দরজা লাভ করিবে। পীর জমিল এয়মনি বলেন,একজন কোতব বলিয়াছেন, আমি প্রত্যেক বিষয় এই আয়াতের বরকতে লাভ করিয়াছি। সুলতান মাহমুদ গজনবি পীর মুছা ছেদরানি কর্ত্তৃক ইহা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুস্থানের বহু যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ইহা জুমার দিবস লিখিয়া পান করিবে সকল প্রকার পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবে। তাহার অন্তর হইতে দুঃখ ক্ষোভ ও হিংসা দূরীভূত হইয়া যাইবে। ইহা কাগজে লিখিয়া মস্তকে ধারণ করিয়া আমীর ও বড়লোকদের দরবারে উপস্থিত হইলে, তাহারা তাহাকে সম্মান করিবে এবং তাহাকে দেখিয়া ভয় করিবে। ইহা লোকদিগের ভক্তি আকর্ষণ করার অবলম্বন।

আয়াতগুলি এই-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ
اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى، اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا
تُقَاتِلُوْا ط قَالُوْا وَ مَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ

دِيَارِنَا وَ اَبْنَآئِنَا ط فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ط وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (قَدِيْرٌ عَلٰى مَا يُرِيْدُ) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَآءُ م سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ لا وَّ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (قَوِىٌّ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى مُعِيْنٍ) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْآ اَيْدِيَكُمْ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ج فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ج وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ج لَوْ لَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ط قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ج وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى قف وَ لَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا (قَهَّارٌ لِّمَنْ طَغٰى وَ عَصٰى) وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ م اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ط قَالَ لَاَ قْتُلَنَّكَ ط قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (قُدُّوْسٌ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَ نْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ ج اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ط قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (قَيُّوْمٌ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءَ الْقُوَّةَ)

এই আয়াতগুলি পরে ব্রাকেটের দ্বারা বেষ্টিত শব্দগুলি তিন তিনবার পড়িবে। ফজর ও মগরেবে উক্ত আয়াতগুলি তিনবার কিম্বা তদোধিক বার পড়িলে শত্রু ও হিংসুক দমন কল্পে স্পর্শমণি তুল্য।

১৮। ব্যাভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি মন্দ স্বভাব দূর হওয়ার তদ্‌বীর

জেনাকার পুরুষ কিম্বা জেনাকার স্ত্রীলোকের কাপড়ের এক এক টুকরাতে নিম্নোক্ত ছুরা মায়েদার এই আয়াত লিখিবে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ط اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيْدُ ☆

এবং ৭০ বার উহা পড়িয়া ঐ কাপড়ের উপর দম করিবে, পরে এই দোওয়া পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَةِ الْعَظِيْمَةِ اُمْحُ الزِّنَا وَ الزَّيْغَ وَ الزَّلَلَ مِنْ
قَلْبِ فلانة بنت فلانة اومن قلب فلان بن فلانة وَ زَيِّنْ ظَاهِرَهٗ وَ
بَاطِنَهٗ بِالْاَخْلَاقِ الْحَمِيْدَةِ ☆ بِحُرْمَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ذِى الْخُلُقِ
الْعَظِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِحُرْمَةِ اِخْلَاقِ اَوْلِيَائِكَ وَ
اَصْفِيَائِكَ اَجْمَعِيْنَ فَاِنَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا تُرِيْدُ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ
الرَّاحِمِيْنَ ☆

তৎপরে উক্ত কাপড়খানা একটি অপরিচিতি লোকের গোরে দফন করিবে এবং দফন কালে বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اَمِتْ فِعْلَ الزِّنَا وَ حُبَّه' وَ الْاَخْلَاقَ الزَّمِيْمَةَ مِنْ قَلْبِ

فلانة بن فلانة او فلان بن فلانة ☆

(২) ছুরা মায়েদার তিন আয়াত-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ج فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ☆

যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, জুয়া খেলে, সুদ খায়, জেনা করে, মিথ্যা কথা বলে, চোগলখুরি করে কিম্বা অন্য গোনাহ করে, তাহার চরিত্র সংশোধন করা উদ্দেশ্যে জুমার নামাজ পরে উক্ত তিনটি আয়াত একটি পিয়ালায় কাঁচের পাত্রে কিম্বা কাগজে লিখিবে, তৎপরে বর্ষার পানি কিম্বা বিশদ্ধ পানি দ্বারা উহা ধৌত করিবে, আর উক্ত আয়াতগুলি ৭০ বার পড়িয়া উহার উপর ফুক দিবে, তৎপরে ওজু করিয়া উক্ত পানি দ্বারা ময়দার খামির করিয়া রুটি প্রস্তুত করতঃ শনিবারে ইহা দ্বারা তাহাকে নাশতা করাইবে, তিন দিবস, পাঁচ দিবস কিম্বা তদধিক দিবস উহা খাওয়াইবে, তিন জুমা এইরূপ তদবীর করিলে উহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইবে।

(৩) জেনাকারের কিম্বা হারাম কার্য্যকারীর পীরহানে ১০০১ বার ছুরা এখলাছ ৩০৩ বার আয়তুল কুরছি ও ১০০০ বার দরুদ মোনজিয়া পড়িয়া ফুক দিবে, তৎপরে উহা উক্ত ব্যক্তি পরিধান করিবে, ইহাতে তাহার মন্দ স্বভাব দূরীভূত হইয়া যাইবে, ইহা বহু পরীক্ষিত হইয়াছে।

(৪) যে দৈনক ১৭ কিম্বা ৫০ অথবা ১৭০ বার আয়তুল কুরছি পড়িবে, তাহার হারাম কার্য্যের স্বভাব দূরীভূত হইবে।

(৫) হারাম কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হইলে দৈনিক ১৮ বার নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে। ইহাতে মন্দ কার্য্যের কামনা দূরীভূত হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهٗ وَ لَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ☆

১৯। পীড়িত ও জ্বেনগ্রস্ত রোগীর তদবীর

এমাম বয়হকি ও কোরতবি বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবা হজরত আবুদাজানা বলিয়াছেন, আমি হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আমি বিছানায় শয়ন করিয়া যাঁতার শব্দের ন্যায় শব্দ, মধু মক্ষিকার গুণ গুণ রবের ন্যায় রব ও বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় আলোক অনুভব করিয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক একটি কাল সর্পের ছায়া দেখিতে পাইলাম যে, উহা যেন আমার গৃহের প্রাঙ্গনে সমুত্থিত হইতেছে, আমি উহা চর্ম স্পর্শ করিয়া শজারুর চর্ম্মের ন্যায় অনুভব করিলাম। উক্ত জীব আমার চোহারাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় কি যেন নিক্ষেপ করিল। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, হে আবুদাজানা,উহা তোমার গৃহের বাশেন্দা (জ্বন) তৎপরে তিনি দোওয়াত ও কাগজ আনয়ন করিয়া হজরত আলিকে লিখিতে বলিলেন—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اِلٰى مَنْ طَرُقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَ الزُّوَّارِ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي الْحَقِّ سِعَةً فَاِنْ تَكُ عَاشِقًا مُوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا اَوْ دَاعِيًا مُبْطِلًا فَهٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَ

عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ مَا يَمْكُرُوْنَ اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَ انْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ وَ اِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ حٰمٓ عٓسٓقٓ تُغْلَبُوْنَ حٰمٓ وَ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ وَ بَلَغَتْ حُجَّةُ اللّٰهِ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ☆

হরজরত আবুদাজানা উক্ত পত্রখানা লইয়া ভাঁজ করিয়া বালিশের নীচে রাখিয়া সেই রাত্রে নিদ্রিত হইলেন, এমতাবস্থায় একজন ক্রন্দনকারীর ক্রন্দনের জন্য তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। ক্রন্দনকারী বলিতেছিল, হে আবুদাজানা (ছাম্মাক) তুমি এই কলেমাগুলির দ্বারা আমাকে জ্বালাইয়া দিলে। তোমার নবীর অছিলা ধরিয়া বলিতেছি, তুমি এই পত্রখানা আমার দিক হইতে ফিরাইয়া লাও, তুমি যতক্ষণ আমার দিক হইতে উহা সরাইয়া না লও, আমাদের নিস্কৃতি লাভ হইবে না, এখন হইতে তোমার গৃহে তোমার প্রতিবেশির গৃহে এবং যে কোন স্থানে এই পত্রখানা লিখিত থাকে, তথায় আমরা প্রত্যবর্ত্তন করিব না। হজরত আবুদাজানা বলিলেন, খোদার কছম আমি নবী (ছাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত এই পত্রখানা সরাইয়া লইব না। তিনি বলেন জ্বেনের ক্রন্দন ও চিৎকার শ্রবণে রাত্রি আমার পক্ষে লম্বা হইয়া পড়িল। তিনি ফজরের নামাজ পড়িয়া নবী (ছাঃ)-এর নিকট জ্বেনের ক্রন্দন কাহিনী প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, হে আবুদাজানা জ্বেন জাতি হইতে পত্রখানা সরাইয়া লও, নচেৎ উক্ত খোদার কছম -যিনি আমাকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, উহারা কেয়ামত পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

এই তা'বিজের জাকাত আদায় করিলে, পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, জাকাতের নিয়ম এই যে, অর্দ্ধ রাত্রের পরে গোছল করিয়া ১২ রাকায়াত তাহাজ্জোদ পড়িয়া এক হাজার বার নিমোক্ত দরুদ পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ اِلَى الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ الْاَسْوَدِ وَ الْاَحْمَرِ وَ الْاَصْغَرِ وَ الْاَكْبَرِ صَاحِبُ الْكَوْثَرِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ☆

তৎপরে ১৩১ বার উক্ত দোওয়া পড়িয়া সাদা কাগজে স্বদেশী কালী দ্বারা উহা লিখিয়া জ্বেনগ্রস্তকে দেখাইবে, কিম্বা গৃহে রাখিয়া দিবে, সেই দিবস হইতে সেই বাটী হইতে এবং উহার প্রতিবেশীর গৃহ হইতে সমস্ত জ্বেন,দৈত্য, ভুত, প্রেত পলায়ণ করিবে। ইহা বহুবার পরীক্ষা হইয়াছে।

(২) জ্বেনগ্রস্থা, পীড়িত, গ্যাসযুক্ত শিশুর জন্য নিম্নোক্ত তদ্বীর করিবে, ৪৩৫৬ এই সংখ্যার চারিদিকে বিছমিল্লাহ, ছুরা ফাতেহা, আয়তুল কুরছি ও ছুরা এখলাছ পৃথক পৃথক অক্ষরে লিখিবে, প্রত্যেকটির শেষ পীড়িতের নাম লিখিবে, এইরূপ লিখিবে-

ب س م ا ل ل ا ه ا ل ر ح م ا ن ا ل ر ح ی م- ا ل ح م د ل ل ه

ر ب ا ل ع ا ل م ی ن ☆

এইরূপ আমিন পর্য্যন্ত এইরূপ আয়তুল কুরছি ও ছুরা এখলাছ লিখিবে, পরে দরুদ শরীফ আরবির নিয়মে লিখিবে তবে মোমজামার দ্বারা উহা জড়াইয়া একবার ছুরা ফাতেহা, তিনবার ছুরা এখলাছ ও দরুদ শরীফ পড়িয়া রোগীর গলায় বাঁধিবে-

(৩) জ্বেনগ্রস্থা বা পীড়িতের উপর ৫০ কিম্বা ১৭০ অথবা ৩১৩ বার আয়তুল কুরছি পড়িয়া ফুক দিবে, এইরূপ ৩ কিম্বা ৭ দিবস করিলে, খোদার মর্জ্জিতে আরোগ্য লাভ করিবে।

(৪) দরুদ নারিয়া ৪৪৪৪ বার পড়িয়া পাগল, জ্বেনগ্রস্থা ও পীড়িতের উপর ফুক দিলে, খোদার মর্জ্জি আরোগ্য লাভ করিবে। এই দরুদ পরে লিখিত হইবে।

২০। একটি আয়াতের খাছিএত

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ

এই আয়াতটি ১১৫৩ বার রাত্র দিবস সর্ব্বদা পড়িলে, সঙ্কটাপন্ন উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া থাকে, সর্ব্বপ্রকার ভয়, দুঃখ শোক দূরীভূত হইবে, অত্যাচার নিবারণ হইবে, শত্রুদলের উপর জয় লাভ হইবে, দেনা পরিশোধ হইবে, এইরূপ যে কোন শরীয়ত সঙ্গত কার্য্য উদ্ধার হইবে। উহা পড়িবার নিয়ম এই যে, সুযোগ হইলে গোছল করিয়া লইবে, নচেৎ কেবল ওজু করিয়া দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়িয়া এস্তেগফার, ছুরা ফাতেহা, ছুরা এখলাছ, ছুরা ইয়াছিন কিম্বা অন্যান্য কতকগুলি আয়াত পড়িয়া উহার ছওয়াব হজরত নবী (ছাঃ) তাঁহার আওলাদ আছহাব পীরগণ ও মোমেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের রুহে পৌঁছাইয়া উপরোক্ত আয়াত একবার পড়িয়া নিম্নোক্ত কবিতাটি একবার পড়িবে, আয়াত তিনবার পড়া হইলে কবিতাটি একবার পড়িবে, তৎপরে আয়াত ৫০ বার পড়িয়া একবার কবিতাগুলি পড়িবে, তৎপরে আয়াতটি এক একশ বার পড়িয়া কবিতাগুলি এক একবার পড়িবে, খোদার মর্জ্জিতে নিশ্চয় তাহার মতলব পূর্ণ হইবে, ইহা অতি পরীক্ষিত।

কবিতাগুলি এই -

يَا مَنْ إِذَا ضَاقَ الْفَضَا - وَ تَرَاكَمَتْ جُمَلُ الدَّوَاهِيْ - وَ ذَاقَتِ النَّفْسُ الْحَمَامَ وَ آيِسَتْ عِنْدَ التَّنَاهِيْ - فَرَّجْتَهَا بِدَقِيْقَةٍ - مِنْ حُسْنِ لُطْفِكَ يَا اِلٰهِيْ ☆

২১। চোর, পলাতক নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে হাজির করার টাকা ও দোকানে খরিদ্দার বেশি সংগ্রহ করার তদ্‌বীর

(১) নিম্নোক্ত আয়াত ১৫ হাজার, কিম্বা ৩৬ হাজার, অথবা ৪৭ হাজার বার পড়িবে-

رَبَّنَآ اِنَّکَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ☆

হারানো বস্তু অপহৃত বস্তু পাওয়ার উদ্দেশ্যে হইলে, উক্ত আয়াত পড়াকালে প্রত্যেক শতবারের পরে একবার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ اَجْمَعْ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ

পলাতক ও নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে হাজির করার জন্য প্রত্যেক শতবারে বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اَجْمَعْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ فُلَانٍ

ফোলান স্থানে উক্ত ব্যক্তির নাম লইবে।

টাকা কড়ি বেশি হওয়ার জন্য বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اَجْمَعْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ الْمَالِ

দোকানের খরিদ্দার বেশি হওয়ার জন্য বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اَجْمَعْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ الْمُشْتَرِيْنَ

(২) এক রেওয়াএতে আছে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ৩০ বার এস্তেগফার , ৩০ বার দরুদ, ৩০ বার ছুরা ত্বোহা এবং উল্লিখিত আয়াত ৩ হাজার দুই শত বার পড়িবে।

(৩) অন্য রেওয়াএতে আছে, চুরি করা বস্তু ও পলাতককে হাজির করার জন্য ছুরা ত্বোহা এক হাজার একবার পড়িবে, কিম্বা ৩১ বার আয়তুল কুরছি পড়িবে।

(৪) কর্জ্জ আদায়ের জন্য জুমার দিবস ৭০ বার ও পাঞ্জগানা নামাজের পরে সাত সাত বার পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

পাহাড় সমান দেনা হইলে আল্লাহ উহা পরিশোধ করিয়া দিবেন।

২২। ছুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত امن الرسول হইতে শেষ পর্য্যন্ত

ইহা আরশের নিম্নস্থ ধন ভাণ্ডার এশার পরে এই দুই আয়াত পড়িলে রাত্রি জাগরণের ছওয়াব পাইবে। কোন ঘরে তিন রাত্রে পড়িলে, জ্বেন শয়তান উক্ত ঘরে প্রবেশ করিবে না।

যে কেহ বিপদ কালে আয়তুল কুরছি ও ছুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়িবে, খোদা তাহার বিপদ উদ্ধার করিবে। যে ব্যক্তি ছুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত সর্ব্বদা রাত্র দিবা পড়িবে, সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। দেনা হইতে মুক্তি পাইবে, তাহার শত্রুদল ও অত্যাচারীদল ধ্বংস হইবে, তাহার সমস্ত মতলব পূর্ণ হইবে।

২৩। ছুরা আনয়ামের প্রথম তিন আয়াত

اَلْـحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ۥ ثُمَّ الَّـذِيْـنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ٥ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ۥ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ٥ وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ فِى الْاَرْضِ ۥ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ☆

এই আয়াত ৩ বার ফজরে পড়িলে, আল্লাহতায়ালা ৭০ হাজার ফেরেশতা তাহার রক্ষক নিয়োজিত করেন, জ্বেন শয়তান ও তাহার মধ্যে ৭০ হাজার পরদা স্থাপন হয়। ইহা এমাম ওয়াহেদীর বর্ণনা।

২৪। ছুরা তওবার শেষ দুই আয়াত

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ الرَّحِيْمٌ ٥ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ زصلے لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۥ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ☆

পীর আবুবকর শিবলী, আবুবকর বেনে মোহেদের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার তাজিমের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন, ইহাতে তাঁহার শিষ্যগণ বলিলেন, আপনি উজির আলি বেনে ইছার জন্য দণ্ডায়মান হন না, আর শিবলিকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হজরত নবী (ছাঃ) যাহাকে সম্মান করেন, আমি তাহাকে সম্মান করিব না কেন ? গ তরাত্রে আমার হজরত (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, আগামী কল্য তোমার নিকট একজন বেহেশতী মানুষ আসিবেন, তুমি তাঁহার সম্মান করিবে। দুই রাত্রি পরে পুনরায় তিনি হজরতের জিয়ারত লাভ করেন, ইহাতে তিনি বলেন, হে এবনো মোজাহেদ, তুমি যেরূপ একজন বেহেশতী ব্যক্তিকে সম্মান করিয়াছ,সেইরূপ খোদা তোমাকে সম্মানিত করুন। আমি বলিলাম হুজুর শিবলী কি কার্য্যে আপনার এত নৈকট্য লাভ করিলেন ? হজরত বলিলেন, তিনি ৮০ বৎসর প্রত্যেক নামাজের পরে ছুরা তওবার শেষ দুই আয়াত পড়িয়া থাকেন, এই হেতু আমি তাহার সম্মান করিয়া থাকি, ইহা আকদোদ্দোর্রায় আল্লায়ালি কেতাবে আছে।

(২) যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রত্যেক ফরজ নামাজ অন্তে ৭ বার উক্ত দুই আয়াত পড়িতে থাকিবে, সে দুর্ব্বল হইলে বলবান হইবে, লাঞ্চিত হইলে সম্মানিত হইবে, পরাজিত হইলে পরাক্রান্ত হইবে, দরিদ্র হইলে সমস্ত বিষয়ে অবস্থাশালী হইবে, ঋণগ্রস্ত হইলে, ঋণমুক্ত হইবে, বিপদগ্রস্ত হইলে বিপদমুক্ত হইবে। তরিকত ও কাশফের শক্ত রুদ্ধ হইলে কাশফ শক্তি সম্পন্ন হইবে। যদি সে ব্যক্তি কারারুদ্ধ হয় তবে সর্ব্বদা ৪১ বার উক্ত আয়াত পড়িলে, কারামুক্ত হইবে। যদি প্রত্যেক দিবস ৪১ বার পাঠ করে, তবে আশ্চার্য্যজনক নিগূড়তত্ব সকল অবগত হইবে ও হজরত নবী (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভ করিবে। যে ব্যক্তি উক্ত আয়াতদ্বয় পড়িবে, যে দিবস পড়িবে, সেই দিবস মরিবে না, অন্য রেওয়াএতে আছে, শত্রু কর্ত্তৃক নিহত কিম্বা আহত হইবে না। আর যে রাত্রে পড়িবে, সেই রাত্রে মরিবে না, কিম্বা নিহত বা আহত হইবে না একজন নেককার লোক পীড়াকালে উক্ত আয়াতদ্বয় পড়িতেন ,তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর ছিল, তিনি উহা পড়িতে আরম্ভ করিয়া ১২০ বৎসর জীবিত থাকেন। আল্লাহ তাঁহার আয়ু শেষ হওয়া কালে তাঁহাকে মারিবার ইচ্ছা করেন, তিনি নবী (ছাঃ) কে স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি বলিতেছেন -তুমি কত দিবস আমাদিগ পলায়ণ করিয়া থাকিবে? সেই দিবস তিনি উহা পড়া ত্যাগ করেন।

২৫। ছুরা তালাকের আয়াত

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ

نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ☆

পীর তমিমি (রহঃ) বলিয়াছেন, যাহার রুজি সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে, সে যেন বৃহস্পতিবারের দিবস রোজা রাখে এবং জুমার অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া একশত বার এস্তেগফার পড়ে একশত বার দরুদ শরীফ পড়ে এবং একশত বার উক্ত আয়াত পড়ে, তৎপরে শুইয়া যায়, সে নিদ্রিত অবস্থায় স্বচ্ছলতার পথ অবগত হইবে এবং আল্লাহতায়ালার হুকুমে রুজির দ্বারগুলি তাহার পক্ষে উন্মুক্ত করা হইবে।

২৬। দোওয়া ইউনোছের খাছিএত

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, হজরত ইউনোছ (আঃ) মৎস্যের উদরে থাকিয়া পড়িয়াছিলেন-

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ ق صلے اِنِّی كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

যে কেহ উহা পড়িয়া দোওয়া করিবে, তাহার দোওয়া কবুল হইবে। যেন কোন বিপন্ন উহা পড়িবে, তাহার বিপদ উদ্ধার হইবে।

এক রেওয়াএতে আছে যে, কোন পীড়িত ব্যক্তি উহা ৪০ বার পড়ে, যদি সে সুস্থ হইয়া যায়, তবে তাহার গোনাহ রাশি মাফ হইবে, আর যদি, মরিয়া যায়, তবে শাহাদাতের দরজা পাইবে।

(২) একব্যক্তি হজরত নবী (ছাঃ) কে স্বপ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, খোদার নিকট আমার কোন মনোবাঞ্ছা আছে, আমি কোন অছিলায় তাহার নিকট দোওয়া করিব? ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি ছেজদাতে গিয়া ৪০ বার উক্ত দোওয়া পড় এবং অঙ্গুলীর ইশারা করিতে থাক, খোদা দোওয়া কবুল করিবেন।

এক রেওয়াএতে আছে, কোন মুসকিল মছিবতে পড়িলে, উত্তম রূপে ওজু করিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবে, ছালাম অন্তে ছেজদাতে গিয়া উক্ত দোওয়া ৪০ বার পড়িবে, ছেজদা হইতে উঠিয়া দোওয়া করিবে, ইহাতে তাহার দোওয়া কবুল হইবে, একবার কবুল না হইলে, কয়েকবার করিবে, অর্দ্ধ রাত্রে ইহা করা ভাল।

(৩) হাফেজ বলিয়াছেন, আমি কোন বাদশার ধন ভাণ্ডারে একখানা মোহর অঙ্কিত কাগজে লেখা দেখিয়াছিলাম, ইহা প্রত্যেক দুঃখ যন্ত্রণার ঔষধ, রাত্রিতে উঠিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া দুই হাত উঠাইয়া বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ ذَا النُّوْنِ عَبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ دَعَاكَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهٗ وَ نَادَاكَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ وَ اِنَّكَ قُلْتَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنِّىْ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ اَدْعُوْكَ لِضُرٍّ اَصَابَنِىْ وَ اَقُوْلُ كَمَا قَالَ يُوْنُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ فَاسْتَجِبْ لِىْ كَمَا اسْتَجَبْتَ لِيُوْنُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ نَجِّنِىْ مِنَ الْغَمِّ كَمَا نَجَّيْتَهٗ فَاِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ☆

ইহা তাজকেরাতে শাবি কেতাবে আছে।

(৪) কোন নকশাবন্দী তরিকার পীর বলিয়াছেন কোন ব্যক্তি কোন বিষয় লাভ করিতে কিম্বা রোধ করিতে অক্ষম হইলে, অথবা বিনষ্ট চাকুরী উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিলে, ফজরের নামাজের পরে নিম্নোক্ত আয়াত ৪১ বার পড়িবে, এই সংখ্যার কম বেশি করিবে না, পড়িবার মধ্যে দুনিয়ার কথা বলিবে না, চল্লিশ দিবস এইরূপ করিবে, ইহার মধ্যে এক দিবসও পড়া বন্ধ করিবে না, চল্লিশ দিবসের পরে আশ্চর্য্য জনক ফল প্রাপ্ত হইবে।

আয়তটি এই -

وَ ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ☆

(৫) যে কেহ দৈনিক দোওয়া ইউনুছ হাজার বার পড়িবে, সে প্রত্যেক প্রকার মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইবে, আল্লাহতায়ালা তাহার রুজি বেশী করিয়া দিবেন, তাহার প্রত্যেক প্রকার দুঃখ যন্ত্রনা ও কষ্ট নিবারিত হইবে, সমস্ত প্রকার কল্যাণের দ্বার তাহার উপর উদঘাটন করা হইবে, শয়তান ও অত্যাচারি বাদশার ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবে, সে নিজের বন্ধুর নিকট প্রীতিভাজন ও শত্রুর চক্ষে ভীতিকর হইবে।

(৬) শাহ আবদুল আজিজ সাহেব ছুরা নুরের তফছিরে লিখিয়াছেন, প্রত্যেক প্রকার দুঃখ বিপদ উদ্ধার কল্পে উক্ত দোওয়া পরীক্ষিত তিরইয়াক, ইহা পড়িবার দুই প্রকার নিয়ম আছে, প্রথম এই যে, অনেকগুলি লোক এক মজলিশে বসিয়া এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়িবে।

দ্বিতীয় এই যে, এক ব্যক্তি নির্জ্জনে এশার নামাজের পরে অন্ধকারময় স্থানে ওজু সহ কেবলামুখী হইয়া ৩ শত বার পড়িবে, তিন দিবস সাত দিবস, কিম্বা ৪০ দিবস এইরূপ করিবে। শাহ, আহলোল্লাহ লিখিয়াছে, ১২ দিবস ১২ হাজার বার করিয়া পড়িবে, অক্ষম হইলে ১ শত বার করিয়া পড়িবে, প্রথমে ও শেষে কয়েক বার দরুদ শরীফ পড়িয়া লইবে।

(৭) কওলোল জমিলে আছে, মতলব পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে চারি রাকায়াত নামাজ পড়িবে, ছালাতোল হাজাত কিম্বা কাজা-য়োল হাজাত নিয়ত করিবে, প্রথম রাকায়াতে ছুরা ফাতেহার পরে একশত বার পড়িবে। -

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ☆

দ্বিতীয় রাকায়াতে ছুরা ফাতেহার পরে একশতবার পড়িবে-

رَبِّ اِنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

তৃতীয় রাকায়াতে ছুরা ফাতেহার পরে একশত বার পড়িবে-

وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ

চতুর্থ রাকায়াতে একশত বার পড়িবে-

قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

ছালাম ফিরাইয়া একশত বার পড়িবে-

رَبِّ اِنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

এমাম জাফর সাদেক উক্ত চারি আয়াতকে এছমে আজম বলিয়াছেন।

২৭। ছুরা হাশরের শেষ কয়েক আয়াত

لو انزلنا هذا القران على جبل হইতে শেষ পর্য্যন্ত। যে ব্যক্তি তিন বার আউজো পড়িয়া উক্ত আয়াতগুলি ফজরে, পড়িবে, ৭০ হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন,

সে সন্ধ্যার মধ্যে মরিলে শহীদ হইয়া মরিবে ও তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজেব হইবে। আছমান ও জমিনের সমস্ত বস্তু তাহার গোনাহ মাফির দোওয়া করিবে। সন্ধ্যার পরে পড়িলে, ফজর পর্য্যন্ত ঐরূপ অবস্থা হইবে।

২৮। বিছমিল্লাহর খাছিএত

(১) যে ব্যক্তি কোন মতলব হাছেলের জন্য বিশেযতঃ রুজী হাছেলের জন্য অধিক পরিমাণ পড়িবে, খোদা তাহার রুজি সহজে এত বেশি করিয়া দিবে, যে, সে ধারনাতে আনিতে পারিবে না। লোকদিগকের অন্তরে, তাহার রুহানী জগতে ও ইহ জগতে তাহার প্রতি ভয় ও ভক্তি নিক্ষিপ্ত হইবে।

(২) যে ব্যক্তি শয়নকালে উহা ২১ বার পড়িবে সে সেই রাত্রে শয়তান জ্বেন ও মনুষ্যের অপকারিতা হইতে, চুরি, অগ্নিদাহ, দৈবমৃত্যু ও প্রত্যেক প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

(৩) কোন পাগল কিম্বা জ্বেনগ্রস্ত ব্যক্তির কর্ণে ৪১ বার পড়িয়া ফুক দিলে, তৎক্ষণাৎ চৈতন্য লাভ করিবে।

(৪) যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারী কিম্বা জালেম হাকিমের সম্মুখে উহা ৫০ বার পড়িবে, সেই অত্যাচারী তাহার জন্য নত হইবে, তাহার অন্তরে ইহার ভয় ও ভক্তি নিক্ষিপ্ত হইবে এবং পাঠ কারী তাহার অত্যাচার হইতে নিরাপদে থাকিবে।

(৫) যে কোন স্থানে খালেছ নিয়তে ৭১ বার বিছমিল্লাহ পড়িয়া পানি বর্ষণের দোওয়া করিলে, খোদার মর্জ্জিতে পানি বর্ষণ হইবে।

(৬) একশত বার উহা পড়িয়া কোন বেদনার উপর ফুক দিলে কিম্বা কোন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির উপর সাত দিবস একশথ বার করিয়া ফুক দিলে, বেদনা ও জাদু দুরীভূত হইবে।

(৭) রবিবারে সূর্য্য উদয় হওয়া কালে কেবলামুখী হইয়া ৩১৩ বার পড়িয়া, তৎপরে একশত বার দরুদ শরীফ পড়িবে, ইহাতে ধারনাতীত রুজী বৃদ্ধি হইবে।

(৮) মতলব পূর্ণ হওয়া, শত্রু ও অত্যাচারীদিগকের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া ও বাণিজ্য লাভবান হওয়া উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা ৭৮৭ বার উহা পড়িতে থাকিবে। যদি রোজা অবস্থায় নির্জ্জনে সাত দিবস উক্ত সংখ্যক বিছমিল্লাহ পড়ে, তবে নিশ্চয় মতলব পূর্ণ হইবে।

(৯) যদি কেহ ৪০ দিবস ফজরের নামাজের পরে খাঁটি নিয়তে উহা ২৫০০ বার করিয়া পড়ে, তবে খোদা তাহার অন্তরে অদৃশ্য বিষয়, এলমে লাদুন্নি ও বিস্ময়কর তত্ত্ব সকলের দ্বারা উদঘাটন পকিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা উহা উক্ত পরিমাণ পড়িবে, সমস্ত মানুষ তাহার অনুরক্ত হইবে এবং ধারনাতীত লোকের অন্তর আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে।

(১০) যে বক্তি উহা সর্ব্বদা দৈনিক এক হাজার বার করিয়া পড়িতে থাকিবে, খোদা অতি সহজে তাহার দুনইয়া ও আখরাতের মতলব পূর্ণ করিয়া দিবেন।

(১১) কোন কারারুদ্ধ কিম্বা বিপন্ন ব্যক্তি রাত্র-দিবা উহা হাজার বার পড়িলে জেল হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। এক হাজার বার উহা বর্ষার পানিতে পড়িয়া যাহাকে পান করাইবে, সে তাহার অতি প্রিয় হইয়া যাইবে। উক্ত পানি কোন স্মৃতি শক্তি ও মেধাহীন ব্যক্তি ৭ দিবস সূর্য্য উদয় হওয়া কালে পান করিলে, তাহার মেধাশক্তি বৃদ্ধি হইবে এবং যাহা শুনিবে তাহাই স্মরণ রাখিতে সক্ষম হইবে।

(১২) এমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ১২ হাজার বার উহা পড়িবে, প্রত্যেক হাজার শেষ করিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া খোদার নিকট মতলব চাহিবে, খোদার মর্জ্জিতে তাহার যে কোন মতলব পূর্ণ হইবে।

(১৩) যে ব্যক্তি উঠিতে, বসিতে, শুইতে, অজু, নামাজ ও কেরাতের প্রথমে বিছমিল্লাহ পড়ে, আল্লাহ তাহার মওতের আজাব ও মোনকের নকিরের ছওয়ালের জওয়াব সহজ করিয়া দিবেন, তাহার গোরে সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দিবেন, তাহার গোর বিস্তৃত করিয়া দিবেন, গোর হইতে যে জ্যোতিষ্মান অবস্থায় বাহির হইবে তাহার সহজ হিসাব হইবে, তাহার নেকির পাল্লা ভারি হইবে, সে বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত গতিতে পোলছেরাত পার হইয়া বেহেশতে দাখিল হইবে।

(১৪) হজরত এবনো ওমর বলিয়াছেন, মতবল পূর্ণ হওয়ার আশা থাকিলে, বুধ বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোজা রাখিবে, জুমার দিবস অজু গোছল করতঃ জুমা পড়িতে যাইবে, তৎপরে কিছু ছদকা প্রদান করিবে, জুমা পড়িয়া। নিম্নোক্ত দোওয়া করিভে তাহার দোওয়া কবুল হইবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلَّذِیْ لَآ اِلٰهَ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - وَ
اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج
اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ اَلَّذِیْ فَلَاتُ عَظْمَتُهٗ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَنَتْ لَهُ الْوُجُوْهُ وَ خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَ
خَشَعَتْ لَهُ الْاَبْصَارُ وَ وَ حَلَتْ الْقُلُوْبُ مِنْ خَشْيَتِهٖ وَ رَفَتْ مِنْهُ
الْعُيُوْنُ اَنْ تُصَلِّیْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ اَنْ تُعْطِيَنِیْ كَذَا
وَ كَذَا ☆

(১৫) যে বালক স্বপ্নে ভয় পাইয়া থাকে, কোন কাগজে ২১ বার উহা লিখিয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া, আর সে ভয় পাইবে না, শিশুদের গলায় উক্ত তাবিজ বাঁধিবে দিলে, সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

(১৬) উহা ৩৫ বার কোন কাগজে লিখিয়া ঘরে লটকাইয়া দিলে উক্ত ঘরে জ্বেন ভুত দাখিল হইতে পারিবে না, উক্ত ঘরে তাহার টাকা কড়ি ও ব্যবসাতে বরকত নাজেল হইবে। তাহার কোন ক্ষতি হইতে পারিবে না, যদি উহা দোকানে লটকাইয়া দোওয়া হয়, লাভ বেশি হইবে, আল্লাহতায়ালা হিংসুক ও অত্যাচারীদের চক্ষু অন্ধ করিয়া দিবেন, প্রত্যেক প্রকার বরকত লাভ হইবে।

(১৭) মহরমের প্রথম দিবস উহা ১১৩ বার কোন কাগজে লিকিয়া ব্যবহার করিলে, সে ব্যক্তি ও তাহার পরিজনগণ বিপদ আপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

(১৮) একখানা সাদা কাগজে উহা ১০১ বার লিখিয়া ক্ষেতের মধ্যে পুতিয়া রাখিলে ফসল ভাল হইবে এবং উহা সমস্ত প্রকার উপদ্রব হইতে নিরাপদে থাকিবে।

(১৯) একখানা সাদা কাগজে এক হাজারবার উহা লিখিয়া তাবিজ করিয়া রাখিলে, শত্রুদের ভীতিকর ও বন্ধুদের প্রিয়পাত্র ও লোকদের নিকট সম্মানিত হইবে, খোদা তাহার উপর সমস্ত প্রকার কল্যাণের দ্বার উদঘাটন করিয়া দিবেন, সর্ব্বদা সুখ শান্তিতে থাকিবে।

(২০) উহা তিন বার সীসাতে লিখিয়া জালের সহিত শিলাই করিয়া দিবে ইহাতে জালে ধারনাতীত মৎস্য পড়িবে।

(২১) যে ব্যক্তি বাদশহ, কাজি ও সমস্ত লোকের ভক্তি ভাজন হইতে ইচ্ছা করে, সে যেন বৃহস্পতিবারের দিবস রোজা রাখে খোর্ম্মা ও চিনির দ্বারা এফতার করিবে, মগরেবের নামাজের পরে ১২১ বার উক্ত বিছমিল্লাহ পড়িবে, শয়ন পর্য্যন্ত উহা পড়িতে থাকিবে জুমার দিবস ফজরের নামাজের পরে ১২১ বার উহা পড়িবে তৎপরে একখানা কাগজে মেশক জাফরাণ ও গোলাব দ্বারা পৃথক পৃথক অক্ষরে ২১ বার বিছমিল্লাহ লিখিবে, উহা এইরূপ-

ب س م ا ل ل ا ہ ا ل ر ح م ا ن ا ل ر ح ی م

তৎপরে উক্ত কাগজে সাদা চন্দনের ধোঁয়া দিবে, উহা তাবিজ করিয়া রাখিবে, যে কেহ তাহাতে দেখিবে, অতিরিক্ত ভক্তি করিবে।

(২২) পাক পিয়ালাতে ৬৬ বার اللّٰه শব্দ লিখিয়া পীড়িত ব্যক্তিকে খাওয়াইলে, যে কোন প্রকারের পীড়া ভাল হইয়া যাইবে।

(২৩) নীল রঙের কাপড়ে আল্লাহ শব্দের অক্ষরগুলি লিখিবে, উহা এইরূপ- ا ل ل ہ। তৎপরে উহার একদিক জ্বালাইয়া জ্বেনগ্রস্ত রোগীকে শুকাইবে, ইহাতে জ্বেন কয়েদ হইয়া কথা বলিবে। ইহা দ্বারা জ্বেন জ্বালান যাইবে, কিন্তু জ্বালাইতে চেষ্টা করিবেন না।

(২৪) কোন আলেম বলিয়াছেন,পাক বাসনে যত সংখ্যক الله শব্দ সঙ্কুলান হয় লিখিয়া ধুইয়া জ্বেনগ্রস্ত রোগীকে ছিটা দিবে, ইহাতে জ্বেন জলিয়া যাইবে।

(২৫) اللّٰه শব্দের অক্ষরগুলি ও سلم على نوح فى العٰلمين এর অক্ষর লিখিয়া ধুইয়া সর্প বৃশ্চিক দষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইবে, ইহাতে বিষ দফা হইবে। উহা এইরূপ-

ا ل ل ا ه - س ل ا م ع ل ى ن و ح ف ى ا ل ع ا ل م ى ن

(২৬) الرحمن শব্দ কাগজে লিখিয়া ১৫০ বার يا رحمن পড়িয়া উহাতে ফুক দিয়া তাবিজ করিয়া লইয়া কোন বাদশাহ্ কিম্বা অত্যাচারীর নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার ক্ষতি হইবে না।

(২৭) ا ل ر ح ى م ২৮০ বার লিখিয়া তাবিজ করিয়া সঙ্গে রাখিয়া ছুরি, তরবারি কিম্বা কোন আগ্নেয় অস্ত্র তাহার উপর আছর করিবে না, ইহা খাঁটি নিয়তে করিবে এবং সুন্দর ভাবে লিখিবে।

(২৮) ا ل ر ح ى م ২১ বার লিখিয়া মস্তকে রাখিলে, মস্তকের বেদনা ভাল হইবে।

২৯। ছুরা ফাতেহার খাছিএত

ছুরা ফাতেহাতে ৭টি আয়াত, ২৫টি শব্দ ও ১২৫ টি হরফ আছে।

(১) পীর তমিমির (রঃ) কোন শাগরেদ বলিয়াছেন, এক সময়ে মোলতান শহরে ভয়ানক কলেরা উপস্থিত হয়, ইহাতে পীর সাহেব শিষ্যদেরকে বিছমিল্লাহের সহিত মিলাইয়া ছুরা ফাতেহা পড়িয়া প্লেগ ও কলেরা রোগীর শরীরে ফুক দিতে আদেশ দেন, আমরা তাহাই করিলে, উহার ফল স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইহাতে আশ্চার্য্যরূপে রোগ আরোগ্য হইতেছিল। বিছমিল্লাহর সহিত এইরূপ মিলাইয়া পড়িবে-

بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله শেষ পর্য্যন্ত

(২) যে ব্যক্তি ৪১ বার ছুরা ফাতেহা বিছমিল্লাহ সহ মিলাইয়া পড়িয়া কোন রোগীর শরীরে ফুক দিবে, খোদার মর্জ্জিতে তাহার রোগ আরোগ্য হইবে, ইহা অতি পরীক্ষিত।

(৩) যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ফজরের ছুন্নত ও ফরজের মধ্যে বিছমিল্লাহ সহ মিলাইয়া ৪১ বার ছুরা ফাতেহা পড়ে, সে যে কোন দরজা কামনা করিবে প্রাপ্ত হইবে, যদি সে দরিদ্র হয়, তবে খোদা তাহাকে অর্থশালী বানাইবেন। যদি সে দেনাদার হয়, তবে খোদা তাহার দেনা পরিশোধ করিয়া দিবেন। যদি সে পীড়িত হয়, তবে খোদা সত্ত্বর তাহার পীড়ার উপশম করিয়া দিবেন। যদি সে দুর্ব্বল হয়, তবে সবল হইবে। যদি সে প্রবাসী হয়, তবে লোকদিগের নিকট ধারনাতীত সম্মান

লাভ করিবে। সে ব্যক্তি নিম্ন জগত ও উর্দ্ধ জগতে প্রিয়পাত্র হইবে, সকলের অনুরক্ত ও ভক্তিভাজন হইবে। শত্রুর চক্ষে ভয়ঙ্কর ও বন্ধুর সঙ্গে প্রীতিভাজন হইবে। যত দিবস উক্ত আমল করিবে, খোদার হেফাজতে থাকিবে। ৪০ দিবস নিয়মিতরূপে বিনা ত্রুটি ও কাজা এই আমল করিলে, যাহার চাকুরী নষ্ট হইয়াছে, সে চাকরী পাইবে, যদি বন্ধ্যা হয়, তবে সন্তান লাভ করিবে, সমস্ত প্রকার বেদনা, পীড়া ও চক্ষের বেদনা হইতে আরোগ্য লাভ করিবে। ইহা ফাতাওয়ায় ছুফিয়াতে আছে।

(৪)দোর্রোতোল আফাক প্রণেতা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে বিছমিল্লাহ সহ মিলাইয়া সাতবার ছুরা ফাতেহা পড়িবে, যত দিবস এরূপ করিবে খোদা তাহার উপর কল্যাণের দ্বারগুলি খুলিয়া দিবেন এবং তাহার দ্বীন ও দুনইয়ার প্রত্যেক জরুরী কার্য্যগুলি সমাধা করিয়া দিবেন।

(৫) যে ব্যক্তি সাতবার উহা পড়িয়া তুলার উপর ফুক দিয়া জখমের উপর স্থাপন করিবে, জখম আরাম হইয়া যাইবে।

(৬) যে বক্তি দৈনিক ১০০ বার প্রত্যেক ফরজ নামাজ পড়ে ২০ বার পড়িতে থাকিবে, কিম্বা ফরজ নামাজের পরে ৩০ বার, জোহরের পরে ২৫ বার পড়িতে থাকিবে, আল্লাহ তাহার রুজি বেশি করিয়া দিবেন, তাহার দুঃখ ও বিপদ দুর করিয়া দিবেন তাহার সম্মান ও এজ্জত বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, তাহার পরিজনকে করিবেন নিরাপদে ও তাহার সমস্তত মতলব পূর্ণ করিয়া দিবেন। সে যে কোন দোওয়া করিবে, খোদা তাহা কবুল করিবেন।

(৭) যেব্যক্তি প্রত্যেক ফজরের পরে উহা একশতবার পড়িবে, তাহার মতলব পূর্ণ হইবে।

(৮) যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ৩১৩ বার উহা পড়িতে থাকিবে, তাহার যে কোন মতলব হউক না কেন পূর্ণ হইবে

(৯) যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পরে উহা ১২৫ বার পড়িবে, তাহার যে কোন মতলব হউক না কেন পূর্ণ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(১০) এবনো ছবইন কাঞ্জোল- মোকার্রাবিন' কেতাবে হজরত আলি হইতে পাঞ্জাগানা নামাজের পরে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে উহা ১০০ বার পড়ার ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়াছেন।

এমাম গাজ্জালী ও শায়খ আকবর নির্জ্জন রাত্রে পাক অবস্থায় এক হাজার বার উহা পড়ার ব্যবস্থা দিয়েছেন।

কোতব শেহাবুদ্দিন হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট হইতে স্বপ্নযোগে সর্ব্ব প্রকার মতলব লাভ উদ্দেশ্যে ১০০ কিম্বা এক হাজার বার উহা পড়ার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১১) যে ব্যক্তি শয়ন কালে ছুরা ফাতেহা, এখলাছ , নাছ, ও ফালাক তিন তিনবার পড়িবে, মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত প্রকার বিপদ হইতে হেফাজতে থাকিবে।

(১২) ৪০ বার উহা পানিতে পড়িয়া পীড়িতের সর্ব্বাঙ্গ ধোয়াইয়া দিলে আরোগ্য লাভ করিবে।

(১৩) পীর মহইদ্দিন আরাবি বলিয়াছেন, মতলব পূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্যে মগরেবের ফরজ ও ছুন্নত নামাজ পরে ৪০ বার উক্ত ছুরা পড়িবে, উহা শেষ না করিয়া উঠিবে না। ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া এই দোওয়া পড়িবে-

اِلٰهِىْ عِلْمُكَ كَافٍ عَنِ السُّؤَالِ اِكْفِنِىْ بِحَقِّ الْفَاتِحَةِ سُؤْلًا
وَكَرَمُكَ كَافٍ عَنِ الْمَقَالِ اَكْرِمْنِىْ بِحَقِّ الْفَاتِحَةِ وَحَصِّلْ مَا
فِىْ ضَمِيْرِىْ ☆

তৎপরে মতলব চাহিবে, ইহা পরীক্ষিত তদ্‌বীর।

(১৪) অজু সহ সাত দিবস প্রত্যেক দিবস ৭০ বার উহা পড়িয়া পাক পানিতে ফুক দিয়া পান করিলে, খোদা তাহাকে এলম ও হেকমত দান করিবে, তাহার অন্তর হইতে বাতীল খেয়াল দূর করিবেন এবং এরূপ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন করিবেন যাহা সে শ্রবণ করিবে, কখনও ভুলিবে না।

(১৫) ফজরের ছুন্নত ও ফরজের মধ্যে ইহা ৪১ বার পড়িয়া বেদনাযুক্ত চক্ষে ফুক দিলে অতি সত্বর বেদনা দূর হইয়া যাইবে। ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। রোগী ও পাঠকারীর বিশ্বাস গাঢ় হওয়া শর্ত্ত। এইরূপ আমলে দাঁতের বেদনা সুস্থ হইয়া থাকে। উহা ৪১ বার পড়িয়া বিদেশ যাত্রীর পৃষ্ঠে ফুক দিলে খোদা তাহাকে শান্তিতে রাখিবেন এবং নিরাপদের সহিত ফিরাইয়া আনিবেন।

(১৬) যদি কেহ কারারুদ্ধ থাকে ও হাতে পায় শৃঙ্খলে থাকে, তবে ১২১ বার উহা পড়িয়া দশবার শৃঙ্খলে ও গেটে ফুক দিলে, উহা খুলিয়া যাইবে, ইহা কেহ কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন।

(১৭) বেদনাস্থলে হাত রাখিয়া ৭ বার ছুরা ফাতেহা পড়িয়া ৭ বার এই দোওয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّىْ سُوْءَ مَا اَجِدُ وَ فُحْشَهٗ بِدَعْوَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدِنِ الْمُبَارَكِ الْمَكِيْنِ الْاَمِيْنِ عِنْدَكَ ☆

ইহাতে বেদনা সুস্থ হইয়া যাইবে, ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে।

(১৮) রুজি বেশি হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত আমল পরীক্ষিত নূতন চাঁদ মাসের প্রথম রবিবারে বিছমিল্লাহ সহ ছুরা ফাতেহা ৭০ বার, সোমবারে ৬০ বার, মঙ্গলবারে ৫০ বার, বুধবারে ৪০ বার বৃহস্পতিবারে ৩০ বার , শুক্রবারে ২০ বার ও শনিবারে ১০ বার পড়িবে। এইরূপ প্রত্যেক মাসে করিবে। একজন হিন্দুস্থানের আলেম মদিনা শরীফে বলিয়াছেন, তাঁহার পীর জনশুন্য স্থানে বসিয়া থাকিতেন, বহু মুরিদ তাঁহার নিকট থাকিত, তিনি প্রত্যেক দিবস তাহাদের প্রত্যেকের মেজাজ অনুসারে খোরাক দিতেন, তাঁহার পেশা ও বানিজ্য কিছুই ছিল না, কেবল ছুরা ফাতেহার আমলের জন্য উহা সংগৃহীত হইত।

(১৯) হেদায়ার টীকা নেহায়াতে আছে, রাত্রে কিম্বা দিবা ভাগে বার রাকয়াত নামাজ পড়িবে, প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা ও একটি ছুরা পড়িবে, প্রত্যেক দুই রাকয়াতে আত্তাহিয়াতো পড়িয়া ছালাম দিবে। শেষ দুই রাকয়াতে আত্তাহিয়াতো পড়ে পরে ছালামের পূর্ব্বে ছেজদা করিয়া ৭ বার ছুরা ফাতেহা ৭ বার আয়তুল কুরছি ও ১০ বার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ পড়িবে।

তৎপরে বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَ جُهِكَ الْاَعْلٰى وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ اَنْ تَقْضِىْ حَاجَتِىْ ☆

তৎপরে নিজের মতলব চাহিয়া মস্তক উঠাইয়া ডাহিন ও বাম দিকে ছালাম ফিরাইবে। ইহাতে তাহার দোওয়া কবুল হইবে।

(২০) যে ব্যক্তি প্রতি ফজরে ৪১ বার ছুরা ফাতেহা পড়ে, তাহার রুজি বেশি হইবে ও বিনা কষ্টে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে।

(২১) যে ব্যক্তি কোন শুভ উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া কল্পে ছুরা ফাতেহা ১২৫, কিম্বা ৩১৩ কিম্বা হাজার বার অজু সহ কেবলামুখী হইয়া ৩ দিবস, ৫ দিবস কিম্বা ৭ দিবস পড়িবে, যতক্ষণ পড়া শেষ না হয় দুনইয়ার কথা বলিবে না। আর যদি ৩ কিম্বা ৫ অথবা ৭ দিবস নির্জ্জনে থাকিয়া রোজা অবস্থায় মাছ মাংস ত্যাগ করিয়া উহা আমল করে, তবে বিস্ময়কর গুপ্ত তত্ত্ব জুমার রাত্রে কিম্বা দিবসে প্রকাশিত হইবে। উহা কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। এই নির্জ্জন বাসে অধিক পরিমাণ দরুদ শরীফ পড়িবে, পাঞ্জাগানা নামাজ ঠিক সময়মত পূর্ণ ছুন্নতসহ পড়িবে, যতক্ষণ উহা পড়িতে থাক, ওজু সহ থাকিবে, সাদা চন্দন ও আম্বরের ধোঁয়া করিবে। এক সপ্তাহ কালে মতলব পূর্ণ না হইলে, সাত সপ্তাহ পর্য্যন্ত করিবে।

(২২) হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিম্ন লিখিত তরতিবের সহিত ছুরা ফাতেহা পড়িবে, তাহার দ্বীন ও দুনইয়ার ও সমস্ত মতলব সহজে পূর্ণ হইবে। আল্লাহতায়ালা সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী লোকের মনকে তাহার অনুরক্ত করিয়া দিবেন এবং তাহার সমস্ত বিপদ উদ্ধার করিয়া দিবেন। প্রত্যেক দিবস এক বার উহা পড়িতে হয়।

শরীফ বোখারি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিম্নোলিখিত তরতিবে সর্ব্বদা ছুরা ফাতেহা পড়িতে থাকিবে সে ব্যক্তি দুইয়াদারির কার্য্যে কাহারও মুখাপেক্ষী হইবে না এবং খোদা তাহার উপর গায়েবী বিষয়ে দ্বার খুলিয়া দিবেন। যাহার কোন জরুরী মতলব থাকে, সে যেন পাক শরীর কাপড় ও অজুসহ নির্জ্জনে দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়ে ছালামের পরে ৭০ বার এস্তেগফার ও ৭০ বার দরুদ পড়িবে এবং নিম্নোক্ত তরতিবে ৭০ বার ছুরা ফাতেহা পড়িবে এবং নিজের মতলব চাহিবে, আল্লাহ সেই দিবেস সেই সময়ে তাহার মতলব পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং গায়েবি রুজি অধিক পরিমাণ তাহাকে প্রদান করিয়া ধনবান করিয়া দিবেন।

শায়খ আকবর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত তরতিবে প্রত্যেক দিবস ৭ বার ছুরা ফাতেহা পড়িতে অদৃশ্য জগতের ব্যাপার দর্শ করিবে, আলমে ও মালাকুত ও জাবারুতের রুহানীফেরেশতাগণের অবস্থা দেখিতে পাইবে, নিম্ন জগতের সম্বন্ধ কম হইতে থাকিবে, উর্দ্ধ জগতের সহিত পূর্ণ স্থাপিত হইবে, দ্বীন দুনইয়ার সমস্ত মতলব পূর্ণ হইবে। সৈয়দ মোহাম্মদ হক্কিনাজেলি বলিয়াছেন, আমি উক্ত তরতিব

সহ ফাতেহা পড়ার নিয়ম মদিনা শরীফে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কোন পীরের বিনা অনুমতিতে পাঞ্জাগানা নামাজের পরে উহা অজিফা করিয়া লইলাম, এমন কোন পীর পাইলাম না যাঁহার নিকট হইতে উহার এজাজত লইতে পারি। আমি হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় স্বপ্নযোগে হজরত আলি (রাঃ)র সহিত সাক্ষাতলাভ করিলাম, তিনি আমাকে উহার এজাজত দিলেন, ইহাতে আমি তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলাম। তৎপরে আমি শায়খ মোহাম্মদ ছনছি মগরেবির নিকট এ স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিলে, তিনি বলিলেন, হে পুত্র, এই রুহানী এজাজত তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এই সাত আয়াতের প্রত্যেক আয়াত সপ্তাহের এক এক দিবসে পড়িতে হয়, প্রত্যেক দিবসে অজিফার সহিত উর্দ্ধ ও নিম্ন জগতের মোয়াক্কেলের ও আবজাদ অক্ষরে নাম লিখিত আছে।

উল্লিখিত তরতিব এই-

রবিবারে ফজরের কিম্বা রাত্রে ৬১৬ বার পড়িবে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَجِبْ يَا رُوْقِيَائِيْلَ سَمِيْعًا مُطِيْعًا اَنْتَ وَ خُدَّامُكَ مُذْهَبُ بِحَقِّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ بِحَقِّ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ بِحُرْمَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكِّلِيْنَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ اَبْجَدْ ☆

সোমবারে ৬১৯ বার পড়িবে,-

(اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) يَا رَءُوْفُ يَا عَطُوْفُ اَجِبْ يَا جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْتَ وَ خُدَّامُكَ اَبْيَضُ بِحَقِّ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ بِحَقِّ الرَّءُوْفِ الْعَطُوْفِ وَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِحُرْمَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكِّلِيْنَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ هَوَّزُحُ ☆

মঙ্গলবারে ২৪২ বার পড়িবে,-

(مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارِ اَجِبْ يَا سَمْسَمَائِيْلُ سَمِيْعًا مُطِيْعًا اَنْتَ وَ خُدَّامُكَ اَحْمَرُ بِحَقِّ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَ بِحَقِّ مُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ وَ الْاَبْصَارِ وَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ بِحُرْمَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِيْنَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ طِيْكَلِ ☆

বুধবারে ৮৫৬ বার পড়িবে—

(اِيَّاكَ نَعْبُدُ و اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) يَا سَرِيْعُ يَا قَرِيْبُ اَجِبْ يَا مِيْكَائِيْلُ سَمِيْعًا مُطِيْعًا اَنْتَ وَ خُدَّامُكَ بَرْقَانُ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ وَ بِحَقِّ السَّرِيْعِ الْقَرِيْبُ وَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مَحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَ بِحُرْمَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِيْنَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ مَنْسَعُ ☆

বৃহস্পতিবারে ১৭৩ বার পড়িবে,-

(اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ) يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ اَجِبْ يَا صَرْفَيَائِيْلُ سَمِيْعًا مُطِيْعًا اَنْتَ وَ خُدَّامُكَ شَهُوْرَشْ بِحَقِّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ وَ بِحَقِّ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ وَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ بِحُرْمَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِيْنَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ فَصْقَرُ ☆

শুক্রবারে ১৮৩৭ বার পড়িবে,-

(صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) يَا عَلِيْمُ يَا حَكِيْمُ اَجِبْ يَا عَيْنَيَائِيْلُ سَمِيْعًا مُطِيْعًا اَنْتَ وَ خُدَّامُكَ زُوْبَعَةُ بِحَقِّ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَ بِحَقِّ الْعَلِيْمِ الْحَكِيْمِ وَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَ بِحُرْمَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِيْنَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ شَتَشَخٌّ ☆

শনিবারে ৪২৩৩ বার পড়িবে,

(غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ) يَا قَاهِرُ يَا عَزِيْزُ اَجِبْ كَسْفَيَائِيْلُ سَمِيْعًا مُطِيْعًا اَنْتَ وَ خُدَّامُكَ مَيْمُوْنَ بِحَقِّ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ وَ بِحَقِّ الْقَاهِرِ الْعَزِيْزِ وَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ بِحُرْمَتِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِيْنَ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ وَ ضَظَّغْ اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ الرُّوْحَانِيِّيْنَ مِنَ الْعُلْوِيَّاتِ وَ السِّفْلِيَاتِ وَ يَا خُدَّامُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اَجِيْبُوْنِىْ وَ اَمِدُّوْنِىْ وَ اَعِيْنُوْنِىْ فِىْ جَمِيْعِ اُمُوْرِىْ اَلْوَحَا اَلْوَحَا اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِحَقِّ السَّبْعِ الْمَثَانِىْ وَ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَقِّ الْاَسْرَارِ وَ الْبَرَكَاتِ فِيْهِمَا وَ بِحَقِّ مَا تَعْتَقِدُوْنَهٗ مِنَ الْعَظْمَةِ وَ الْبُرْهَانِ وَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ سَخِّرْلِیْ عَبْدَکَ الرَّفْرَفَ الْاُخَیْضَرَ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ☆

রুহানী মোয়াক্কেল ও মনুষ্যদিগের অন্তর বাধ্য করিতে হইলে কিম্বা কোন মতলব হাছেল করিতে হইলে পত্যেক দিবসের অজিফা বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম পড়িয়া শুরু করিবে, ইহার একটি শর্ত্ত এই যে, কোন গোণাহ কার্য্যে ইহার আমল করিবে না, নচেত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কোন কামেল পীরের এজাজত লইবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস সহ হালাল রুজি ভক্ষণ করিয়া ইহা করিবে।

(২৩) কোন রুহানী মোয়াক্কেলকে বাধ্য করিতে হইলে, কোন চাঁদ মাসের প্রথম রাত্রে নির্জ্জনে ৯৯ বার ছুরা ফাতেহা এবং একরার আছমায় হোছনা অর্থাত আল্লাহতায়ালার ৯৯ নাম পড়িবে। দ্বিতীয় রাত্রে ৯৮ বার ছুরা ফাতেহা এবং দুইবার উক্ত নামগুলি, তৃতীয় রাত্রে ৯৭ বার উক্ত ছুরা, তিনবার উক্ত নামগুলি পড়িবে, এইরূপ ১৫ রাত্রে প্রতেক রাত্রে ছুরা ফাতেহা এক এক সংখ্যা কম করিবে এবং আছমায়-হোছনার এক সংখ্যা বেশী করিবে। ১৫ই রাত্রে ছুরা ফাতেহার সংখ্যা ৮৫ হইবে, আছমায় হোছনার সংখ্যা ১৫ হইবে। ১৬ই রাত্রে ছুরা ফাতেহার সংখ্যা ৮৪ হইবে এবং আছমায়-হোছনার সংখ্যা ১৪ হইবে। এইরূপ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ছুরা ফাতেহার সংখ্যা এক একবার বেশী করা হইবে এবং আছমায় হোছনার সংখ্যা এক একবার কম করা হইবে। ৩০শে রাত্রে যে রুহানী মোয়াক্কেল পাঠকারীর সহকারী হইবে উতকৃষ্ট আকৃতিতে প্রকাশিত হইবে, সবুজ রেশমি বস্ত্রে মিত্রতা প্রকাশ করিবে। এই রাত্রে আরো ৬ শত বার ছুরা ফাতেহা পড়িবে ইহার পরে কথা বলিবে না এবং উহা পড়ার সময় কথা বলিবে না, কেবলামুখে ডাহিন কাত হইয়া শুইবে, রাত্রে একজন আসিয়া স্বপ্নযোগে তাহার মতলব সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া যাইবে।

"কামেল পীরের এজাজত ব্যতীত ইহা করিবে না।"

(১৪) পাক বাসনে ছুরা ফাতেহা লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করতঃ পীড়িতকে খাওয়াইলে সে আরোগ্য লাভ করিবে।

উহা পড়িয়া একবার সমস্ত শরীর মছহ করিয়া কিম্বা বেদনাস্তলে তিনবার পড়িয়া ফুক দিয়া বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اِشْفِ فَاَنْتَ الشَّافِىْ - اَللّٰهُمَّ اِكْفِ فَاَنْتَ الْكَافِىْ - اَللّٰهُمَّ عَافِ فَاَنْتَ الْمُعَافِىْ ☆

ইহাতে পীড়া কিম্বা বেদনা সুস্থ হইবে।

(২৫) ছুরা ফাতেহা পাক বাসনে লিখিয়া পাক পানিতে ধৌত করতঃ পীড়িতের চেহারা ধৌত করাইয়া দিবে, আল্লাহর মর্জ্জিতে সে আরোগ্য লাভ করিবে।

(২৬) উক্ত পানি পান করিলে, যাহার অন্তরে চাঞ্চল্য ও সন্দেহ থাকে, তাহার চাঞ্চল্য ও সন্দেহ দূরীভূত হইবে। যদি হৎপিণ্ডে বেদনা কিম্বা কম্পন থাকে, উহা পান করিলে, তাহার বেদনা কম্পন সুস্থ হইবে।

(২৭) উহা মেশক ও জাফেরান দ্বারা লিখিয়া গোলাবে ধৌত করিয়া মেধা ও স্মৃতিহীন লোক ৭ দিবস পান করিলে মেধাবী ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হইবে।

(২৮) উহা পাক বাসনে লিখিয়া রওগান-গোল লোক দ্বারা ধৌত করিয়া কানে ঢালিয়া দিলে, কানের বেদনা সুস্থ হইয়া যাইবে।

উহা বাসনে লিখিয়া বোলছান তৈলে ধৌত করিয়া উক্ত তৈলের উপর ৭০ বার ছুরা ফাতেহা পড়িয়া বাত, পাক্ষাঘাত, মুখ বেঁকা, 'আরকোন্নেছা' ও পৃষ্ঠ বেদনা বিশিষ্ট লোক ব্যবহার করিলে, সুস্থ হইয়া যাইবে।

(২৯) নিম্নোক্ত আয়াতগুলি কাঁচের পাত্রে লিখিয়া পান করাইলে তোৎলা বালকের কথা শুদ্ধ বাহির হইবে। ছুরা ফাতেহা, আয়তুল কুরছি, ছুরা ত্বা'হার ২য় রুকু'র এই আয়াতগুলি-

رب اشرح لى صدرى ۙ و يسر لى امرى ۙ و احلل عقدة من لسانى ۙ يفقهوا قولى ۖ و اجعل لى وزيرا من اهلى ۙ هرون اخى ۙ اشدد به ازرى ۙ واشركه فى امرى ۙ كى نسبحك كثيرا ۙ و نذكرك كثيرا ۗ انك كنت بنا بصيرا ۝ قال قد اوتيت سؤلك يموسى ☆

ছুরা মরয়েমের ২য় রুকুর এই আয়াতগুলি —

صراط مستقيم হইতে قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا পর্য্যন্ত।

ছুরা আম্বিয়ার ৬ রুকুর এই আয়াতগুলি—

ففهمنها سليمان হইতে شاكرون পর্য্যন্ত।

ছুরা হা-মিম ছেজাদার ৩ রুকুর আয়াত—

انطقنا الله الذى انطق كل شئ و هو خلقكم اول مرة واليه ترجعون ও নিম্নোক্ত আয়াত—

قالتا اتينا طائعين لله رب العلمين ☆

(৩০) হাকিম (রঃ) বলিয়াছেন, জুমার রাত্রে এশার নামাজের পরে হরিণের পাতলা চামড়াতে জাফেরাণ ও গোলাব দ্বারা ছুরা ফাতেহা ও নিম্নোক্ত অক্ষরগুলি লিখিবে-

الـم الـم الـلّٰه المص الر المر كهيعص طه طس طسم يس ص ق حمعسق حم ن ☆

যে কোন চাঁদ মাসের ১৪ই তারিখে জুমা হয় সেই জুমার রাত্রে উহা লিখিবে, তৎপরে উহা বাঁশের লাঠির মধ্যে রাখিবে, কুমার ও কুমারী স্ত্রীপুরুষের বাসর ঘরে যে মোমবাতি জ্বালান হয়, উহার কিছু অংশ দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করিবে। যে ব্যক্তি এই লাঠি সঙ্গে রাখিবে, তাহার অন্তর বলবান হইবে, সে শত্রুর অপকারিতা হইতে রক্ষা পাইবে, সমস্ত লোকের অনুরাগ ভাজন হইবে, দরিদ্র হইলে অর্থ শালী হইবে, দেনাদার হইলে ঋণমুক্ত হইবে, ভীত হইলে নিরাপদে থাকিবে, পাগল হইলে সুস্থ হইবে, বিপদ হইলে বিপদ হইতে নিষ্কৃতি হইবে, প্রবাসী হইলে পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, স্বামীহীন হইলে, বিবাহিতা হইবে, দোকানে রাখিলে বহু লাভবান হইবে, বালকদের গলায় বাঁধিলে, উহারা সমস্ত প্রকার ভীতপ্রদ বিষয় হইতে রক্ষা পাইবে।

(৩১) শাএখ আহমদ রাজি (রঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রী - পুরুষ কিম্বা দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে, জাফেরান গোলাব ও মেশক দ্বারা নিম্নোক্ত প্রকারের ছুরা ফাতেহা লিখিবে, লেখা কালে সাদা চন্দন ও লোবানের ধোঁয়া দিবে এবং অজুর সহিত লিখিবে। উহা নিম্নোক্ত ও প্রকার লিখিবে-

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم الحمد للّٰه رب العلمين بحمد فلان بن فلانة لفلان بن فلانة او لفلانة بنت فلانة طاعة اللّٰه تعالى و الفاتحة الكتاب الشريفة۔ الرحمن الرحيم برحم فلان بن فلانة لفلانة بنت فلانة طاعة اللّٰه تعالٰى و فاتحة الشريفة۔ مالك يوم الدين اسئلك فلان بن فلانة لفلانة بنت فلانة امتلاك عبودية و رفة ورحمة و شفقة طاعة اللّٰه تعالى و بسر الفاتحة الشريفة اياك نعبد يعبد فلان بن فلانة لفلانة بنت فلانة طاعة اللّٰه تعالى و الفاتحة الكتاب الشريفة و اياك نستعين استعان فلان بن فلانة باللّٰه وبسر فاتحة الكتاب الشريفة على فلان بن فلانة ان يطيعه رغبا و رهبا و سرا و جهرا طاعة و محبة له واقبالا فى الافعال و الاقوال و استعان باللّٰه عليه و بسر الفاتحة الشريفة و فى الامتثال له تحت ارادته۔ اهدنا الصراط المستقيم اهتدى والفاتحة الكتاب الشريفة و محبة و شفقة و رحمة

یر المغضوب علیهم و لا الضالین اٰمین و نزعنا ما فی صدو رهم

من غل اخوانا علی سرر متقٰبلین لو انفقت ما فی الارض جمیعا

ما الفت بین قلوبهم و لکن اللّٰه الف بینهم ط انه عزیز حکیم ☆

و استقام فلان بن فلانة لفلان بن فلانة استقامة و محبة وعبودیة

و سمعا و خضوعا فی اقواله من غیر رجوع طاعة اللّٰه تعالی و سر

الفاتحة الشریفة صراط الذین انعمت علیهم انعم فلان بن فلانة

لفلان بن فلانة بجمیع ما یطنب منه و ما یرجوه طاعة اللّٰه تعالی

ইহা লেখা শেষ হইলে বাঁকা সূচ লইয়া লিখিত কাগজের মধ্য দেশে বিদ্ধ করিয়া এইরূপ স্থানে লটকাইয়া দিবে যে, বাঞ্ছিত ব্যক্তি যে দিকে থাকে সেই হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া উক্ত স্থানে আসিয়া পৌঁছে, ইহাতে পূর্ণ হইবে। প্রার্থী ব্যক্তি সর্ব্বদা ছুরা ফাতেহা পড়িতে থাকিবে।

(৩২) দুই ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা উদ্দেশ্যে হইলে, উভয়ের কাপড় হইতে এক এক খানা সূতা লইয়া উভয় সূতা পাকাইয়া নিম্নোক্ত দোওয়া সাতবার পড়িয়া সাত ফুক দিয়া সাতটি গিয়া দিবে এবং সন্ধি প্রার্থী নিকট থাকিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ

لَا تَفَرَّقُوْا ص وَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ

قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ

وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ وَ بَيْنَ

فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَا نَة كَمَا اَلَّفْتَ بَيْنَ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ وَ كَمَا اَلَّفْتَ بَيْنَ جِبْرَائِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ بَيْنَ خُدَيْجَةَ الْكُبْرٰى وَ مُحَمَّدٍ صلعم وَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ وَ عَلِيِّ نِ الْمُرْتَضٰى رَضِىَ اللّٰه عَنْهُمَا وَ كَذَالِكَ اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ فُلَانَ بْنِ فُلَا نَة وَ فُلَا نَةَ بِنْتِ فُلَانَةَ وَ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۙ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَ مْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ☆

(৩৩) শাএখ মহইউদ্দিন আরাবি বলিয়াছেন, দুই জনের মধ্যে সন্ধি করার ইচ্ছা করিলে, মধ্য রাত্রে পড়িবে বিছমিল্লাহ হইতে و اياک نستعين পর্যন্ত, তৎপরে এই দোওয়া পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ حَاجَتِىْ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ اَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ ☆

তৎপরে শেষ আয়াত পড়িবে,প্রত্যেক আয়াত পড়িয়া বলিবে-

اَللّٰهُمَّ سَخِّرْلِىْ مَطْلُوْبِىْ بِحَقِّ سِرِّ الْفَاتِحَةِ وَ بِحَقِّ عِزَّتِكَ وَعَظْمَتِكَ وَبِحَقِّ جَلَالِكَ وَ جَمَالِكَ وَبِحَقِّ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ بِحَقِّ جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوٰاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَ الْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ☆

সমাপ্ত